এবার নিউইয়র্কের মসজিদগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা

সারে-জমিন

দিঘায় দোকানে রমরমিয়ে বিক্রি বাসি-পচা খাবার!

রূপসী বাংলা

'ন্যায় যাত্রা' কি ন্যায়ের পথে এগোবে?

সম্পাদকীয়

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালু করল এক টাকার পাঠশালা

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৩ জানুয়ারি, ২০২৪
২৭ পৌষ ১৪৩০
৩০ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

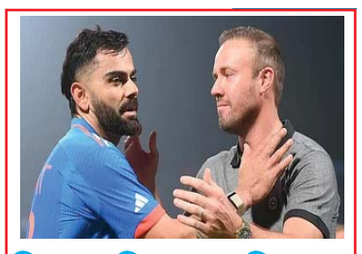

টি-২০ বিশ্বকাপ জিততে রোহিত-কোহলিকে প্রয়োজন: ডি ভিলিয়ার্স

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 13 ■ Daily APONZONE ■ 13 January 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

সন্দেশখালিতে ইডি হেনস্থায় গ্রেফতার দুই, এখনও অধরা শাহজাহান

আপনজন ডেস্ক: উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালিতে হিংসায় তিন ইডি অফিসার আহত হওয়ার এক সপ্তাহ পরে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাদের প্রথম গ্রেপ্তার করেছে। গত ৫ জানুয়ারি রেশন কেলেঙ্কারির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় কেন্দ্রীয় এজেন্সির কর্মকর্তা, সিআরপিএফ জওয়ান এবং মিডিয়া কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মেহেবুর মোল্লা ও সুকমল সর্দার নামে দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। পুলিশ সুত্র সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে, শাহজাহান শেখের বাড়ি সরবেড়িয়া-আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি স্থানীয় মৎস্য ভেড়িতে লুকিয়ে ছিলেন দুই সন্দেহভাজন।

পুলিশ জানিয়েছে, সহিংসতার দিন থেকে পাওয়া ভিডিও ফুটেজ স্ক্যান করে দুই সন্দেহভাজনকে সনাক্ত করা হয়েছে। তবে মামলার প্রধান সন্দেহভাজন শাহজাহান শেখের এখনও কোনও সন্ধান মেলেনি। যদিও স্থানীয় সন্দেশখালির বিধায়ক জানিয়েছিলেন, আইনজীবীর মাধ্যমে খুব শীঘ্রই শেখ শাহজাহান আদালতে হাজির হবেন।

তিনের অধিক সন্তানধারী মেয়েরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাবে না অসমে

এসসি, এসটির ক্ষেত্রে চার সন্তানের সীমা

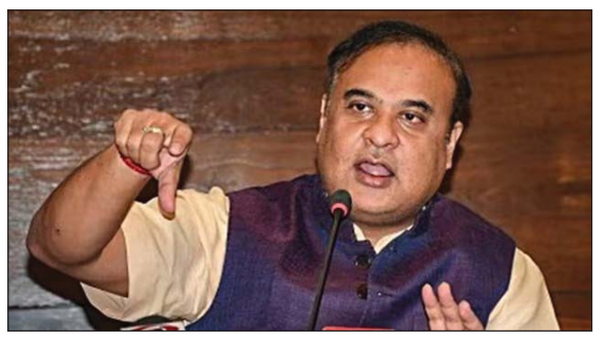

আপনজন ডেস্ক: দুইয়ের অধিক সন্তান থাকলে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে না নীতির পর এবার অসম সরকার গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নতুন আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে কয়েকটি শর্ত নিয়ে এসেছে, যেখানে সন্তান সংখ্যার সীমাবদ্ধতার শর্ত দেওয়া হয়েছে। সাধারণ এবং ওবিসি শ্রেণীর মহিলারা এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে চাইলে তিনটির বেশি সন্তান নিতে পারবেন না, তবে তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং তফসিলি জাতি (এসসি) এর মহিলাদের জন্য এই সীমাটি চারটি সন্তান।

বৃহস্পতিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 'মহিলা উদ্যোগ অভিযান (এমএমইউএ)' ঘোষণা করে বলেন, ধীরে ধীরে রাজ্য সরকারের সমস্ত সুবিধাভোগী প্রকল্পগুলি এই জাতীয় 'জনসংখ্যার নিয়মের' সাথে আবদ্ধ হবে। এটি ২০২১ সালে তার ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বজায় রেখে রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় অর্থায়িত প্রকল্পগুলির অধীনে সুবিধা গ্রহণের জন্য দুই সন্তানের নীতি গ্রহণ করবে।

এমএমইউএ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, নিয়মগুলি আপাতত শিথিল করা হয়েছে। মোরান, মোটোক এবং 'চা উপজাতি', যারা এসটি মর্যাদার জন্য চাপ দিচ্ছে, তাদেরও চার সন্তানের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অংশ মহিলাদের "গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা" হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা যাদের প্রতিটি সদস্যের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকা। শর্মা বলেন, এই প্রকল্পটিকে শিশুদের সংখ্যার সাথে যুক্ত করার যৌক্তিকতা হল মহিলারা তাদের ব্যবসা স্থাপনের জন্য তহবিলটি ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, 'একজন নারীর যদি চার সন্তান থাকে, তাহলে সে টাকা খরচ করার সময় কোথায় পাবে, ব্যবসা করার সময় কোথায় পাবে? তিনি বাচ্চাদের পড়াশোনা করানোর কাজে ব্যস্ত থাকবেন। শর্মা বলেন, আসামের গ্রামাঞ্চলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ৩৯ লক্ষ মহিলার মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ শিশু সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে এই প্রকল্প থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার প্রায় ১৪৫ টি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে, যার মধ্যে তারা অনুদান পাওয়ার জন্য একটি বেছে নিতে পারে। প্রাথমিক যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করলে প্রথম বছরে সরকার তাদের ১০,০০০ টাকা দেবে। তারা এই তহবিল ব্যবহার করবে কিনা সাপেক্ষে, আগামী দুই বছরে সরকার তাদের ১২,৫০০ টাকা এবং একটি ব্যাংক থেকে ১২,৫০০ টাকা ঋণ দেবে। সন্তান সন্ততির সংখ্যার সীমা ছাড়াও, সুবিধাভোগীদের আরও দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। যদি তাদের কন্যা সন্তান থাকে তবে তাদের অবশ্যই স্কুলে ভর্তি হতে হবে। যদি কন্যা শিশুটি স্কুলে যাওয়ার বয়সের না হয় তবে মহিলাদের একটি অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করতে হবে, সময় এলে তাদের স্কুলে ভর্তি করা হবে। এছাড়াও, গত বছর সরকারের বৃক্ষরোপণ অভিযান, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের অধীনে তারা যে গাছগুলি রোপণ করেছিল তা বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

২০১৯ সালে, পূর্ববর্তী বিজেপি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে যাদের দুটির বেশি সন্তান রয়েছে তারা সরকারি চাকরির যোগ্য হবেন না। ২০১৭ সালে অসমের জনসংখ্যা ও নারীর ক্ষমতায়ন নীতি নিয়ে বিধানসভায় পাশ হওয়া একটি প্রস্তাবের ফলো-আপ ছিল এটি। শর্মা বলেছিলেন যে এমএমইউএ-র শর্তটি বিদ্যমান জনসংখ্যা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইন্ডিয়া জোটের ভার্চুয়াল মিটিং আজ, থাকবেন না মমতা

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য দলগুলির মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা যখন গতি পাচ্ছে, তখন জোটের ১৪টি প্রধান দলের প্রধানরা শনিবার একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে জোটের আহ্বায়ক নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে আহ্বায়ক করার জন্য জনতা দল (ইউনাইটেড) গ্রুপের উপর চাপ বাড়াচ্ছে। তবে কংগ্রেসের জাতীয় জোট কমিটির সঙ্গে আসন ভাগাভাগির আলোচনায় যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কয়েকদিন পর দলটি জানিয়েছে, তারা বৈঠকে অংশ নেবে না। এই সপ্তাহের শুরুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুটি বা কমপক্ষে তিনটি আসন দিতে ইচ্ছুক বলে ইঙ্গিত দিয়েছিল, যদিও রাজ্য কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় বৈঠকে যোগ দেবেন না দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের এক প্রবীণ নেতা বলেন, 'বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমাদের বৈঠকের কথা জানানো হয়। এটা দলের প্রধানদের জন্য। মমতার কিছু পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি রয়েছে। আমরা কংগ্রেসকে বলেছি, আগামী সপ্তাহে যদি এই বৈঠক হয়, তাহলে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না, এত অল্প সময়ে তিনি বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন না। তিনি জানান, যুবকদের চাকরি দিতে না পারা। ফ্যাসিবাদী বিজেপিকে পরাজিত করতে ইন্ডিয়া জোটের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস।

উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে ফের বিদ্বেষ

মুসলিম দোকানে রামের পোস্টার থাকায় জোর করে সরাল হিন্দুত্ববাদীরা

আপনজন ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে এক হিন্দু মালিকের কাছ থেকে দোকান ভাড়া নিয়েছিলেন এক মুসলিম। কিন্তু হিন্দু দোকান মালিক শর্ত দিয়েছিলেন দোকানের চরিত্র বদল করা যাবে না। এমনকী দোকানের মধ্যে থাকা দেবদেবীর ছবিও সরানো যাবে না। সেই শর্তে রাজি হয়ে দোকানটির শুধু নাম বদলে 'আমান জেনারেল স্টোর' রেখে চালিয়ে এলেও দোকান মালিকের কোনও আপত্তি ওঠেনি। কিন্তু তা মনঃপুত হয়নি উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর লোকজনের। ওই মুসলিমের দোকানে একদল লোক ঢুকে জোর করে হিন্দু দেবদেবীর পোস্টার সরিয়ে ফেলে দিল।

তারা প্রশ্ন তোলেন দোকানদার মুসলিম, অথচ তার দোকানের ভিতর 'ভগবান' রাম সহ অন্য দেবদেবীর ছবি কেন। তাই তারা সরিয়ে ফেলেন মুসলিম ফেলার সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার কয়েকদিন পর বৃহস্পতিবার পুলিশ এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছে।

৯.৪৭ মিনিটের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, একদল লোক দোকানে হট্টগোল করছে এবং 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিচ্ছে। রাধা সেমওয়াল ধোনি নামে এক মহিলাকে দোকানে 'ভগবান' রামের ছবি সম্বলিত পোস্টারের দিকে ইঙ্গিত করতে দেখা যায়। পরে ওই দোকানের নাম 'আমান জেনারেল স্টোর' লেখা পোস্টারগুলো জোর করে সরিয়ে ফেলা হয়।

ভিডিওতে ওই মহিলাকে বলতে শোনা যায়, দোকানটি যদি কোনও মুসলিম পুরুষকে চালানোর জন্য দেওয়া হয়, তবে নাম পরিবর্তন করা উচিত। দোকানের মালিক একজন হিন্দু। দোকানের কর্মচারীকে ওই মহিলা বলেন, নাম পরিবর্তন করুন এবং এই পূজা আইটেমগুলি সরিয়ে ফেলুন। আপনি যদি আমাদের দেবতাদের নাম রাখ, তাহলে আমি তোমাকে এখানেই কেটে ফেলব। নিজের নাম রাখেন আর আপনি যদি আমাদের ধর্মে যোগ দিতে চান, তাহলে ঘর ওয়াপসি করুন। এই ঘটনার পর এসএইচও কমল লুম্বি বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, প্যাটেল নগর থানায় রাধা ধোনি ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ (বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা ছড়ানো), ২৯৫এ (ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষপূর্ণ কাজ) এবং ৫০৫ (জনসমক্ষে দুষ্কৃতি) ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

দেরাদুনের পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ওই দলটি জোর করে দোকানের সাইনবোর্ড ও ধর্মীয় পোস্টার সরিয়ে ফেলে।

পুলিশের বয়ান অনুযায়ী, দোকানের মালিক রাকেশ বোরাই, যিনি গিরিশ নামে এক ব্যক্তিকে দোকানটি ভাড়া দিয়েছিলেন। এরপর উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের বাসিন্দা শাহনওয়াজ নামে এক ব্যক্তিকে দোকানটি চালানোর জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। ওই দোকান ভাড়া দেওয়ার সময় দোকানের মালিক ভাড়াটিয়াকে দোকানের চরিত্র পরিবর্তন না করতে বলেছিলেন এবং দোকানের ভিতরে রাখা অন্য কোনও জিনিস সরিয়ে ফেলতে না করেছিলেন। সেই শর্ত মতো ওই মুসলিম ভাড়াটিয়া দোকানদার দোকান চালিয়ে আসছেন। তাই দোকান মালিকের রাখা পূর্বতন দেবদেবীর ছবি তিনি সরিয়ে দেননি। আর সেটাই এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। কোপে পড়েছেন হিন্দুত্ববাদীদের।

হিন্দু মালিকের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে চলছিল 'আমান জেনারেল স্টোর'

পুর নিয়োগ তদন্তে মন্ত্রী, বিধায়কের বাড়িতে ইডির তল্লাশি

আপনজন ডেস্ক: পৌরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলার তদন্তে শুক্রবার সাত সকালে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী তথা বিধাননগরের বিধায়ক সুজিত বোসের বাড়িতে ইডি হানা। শুক্রবার ভোর ছটা নাগাদ সুজিত বোস ও বরানগরের বিধায়ক তাপস রায় এবং উত্তর দমদম পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়িতে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে ফেলে সিআইএসএফের সশস্ত্র জওয়ানরা। তারপরেই শুরু হয় ইডি আধিকারিকদের তল্লাশি অভিযান এবং জিজ্ঞাসাবাদের পালা। স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ কর্মীরা সংশ্লিষ্ট স্থানে পৌঁছে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। সূত্রের খবর, ইডি আধিকারিকরা প্রথমে বসুর বাসভবনে ঢোকার সময় বাধার সম্মুখীন হন এবং প্রায় ৪০ মিনিট পরে তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। অবাঞ্ছিত কোন ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য কলকাতা পুলিশ সতর্ক থাকে। একইসঙ্গে সতর্ক থাকে বিধান নগর ও ব্যারাকপুর কমিশনারেটও। সন্দেশখালির মত যাতে কোন ঘটনা না ঘটে তার জন্য বাইরে থেকে নজরদারি জোরদার করা হয়। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হেলমেট, স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের মতো অতিরিক্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত থাকতে দেখা গেছে। পশ্চিমবঙ্গে পৌর নিয়োগে অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজন দলীয় নেতার বাড়িতে সমন্বিত তল্লাশির নিন্দা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস একে 'প্রতিহিংসার রাজনীতি এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে কাহিনী তৈরি করার জন্য বিজেপির মরিয়া কৌশল' বলে অভিহিত করেছে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, বিভিন্ন জ্বলন্ত ইস্যু থেকে জনসাধারণ ও মিডিয়ার মনোযোগ ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বিজেপি ক্রমবর্ধমান জনঅসন্তোষ উপলব্ধি করছে বলে মনে হচ্ছে, এবং তারা আখ্যানটি পরিবর্তন করার জন্য তাদের হাতে থাকা সমস্ত উপায় ব্যবহার করছে। এটা প্রতিহিংসার রাজনীতির সুস্পষ্ট উদাহরণ।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com

স্টল নং ৪৬৬
(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

আপনাকে সাদর
আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL
KOLKATA
BOOK
FAIR

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪
(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ • ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে
মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ
আল-কুরআন
অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ
◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।
QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-
গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :
• চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/- • ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/- • জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
• সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/- • ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/- • ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
• বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/- • পুস্তক সম্রাট ৯০/- • এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
• এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/- • অনন্য জীবন ১৫০/- • সেরা উপহার ৩০
• বজ্রকলম ২৫০/- • মুসাফির ১১০/- • রক্তমাখা ছন্দ ৩০
• বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/- • সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/- • রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

রায়মঙ্গল নদীর বাঁধ ভাঙল প্রায় ৩০০ ফুট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: সুন্দরবনের রায়মঙ্গল ৩০০ ফুট নদী বাঁধ ভাঙলো, বিস্তীর্ণ গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। এক কিলোমিটার পাকা ইটের রাস্তা নদী গর্বে চলে গেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেব খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামাপুরে তিন নদীর মোহনায় রায়মঙ্গল নদীর বাঁধ ভাঙল প্রায় ৩০০ ফুট, শুক্রবার ভোরবেলা নদীর বাঁধ ভাঙ্গায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মাধবকাঠি, কাঁঠাল বেরিয়া, রমাপুরসহ একাধিক গ্রামের মানুষ। শেষ দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছে ঘটনাস্থলে সেচ দপ্তরে আধিকারিকরা যাচ্ছেন। এ স্থানীয় পঞ্চায়েতে পক্ষ থেকে করার চেষ্টা চলছে ত্রিপল মাটির বস্তা বাস পাইলিং দিয়ে প্রথম পর্যায়ে কাজ করার জন্য শীতকালে বাঁধ ভাঙ্গায় রীতিমতো আতঙ্কিত মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে কৃষকরা।তাদের দাবি শীতকালে বাঁধ ভাঙ্গা খুব কমই দেখেছেন কি করে ভাঙলো বুঝতে পারছি না একদিকে নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে না দীর্ঘদিন বাদ সংরক্ষণ না হওয়ার ফলে দুর্বল বাঁধ হয় ভেঙে গেল এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রমাপুর গ্রামে। পাশাপাশি নদীর পাশ দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার ইটের রাস্তা নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে যার কারণে যাতায়াত থেকে শুরু করে গ্রামবাসীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতে পারে। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন ।

রাজ কলেজে সেমিনার

মহিষাদল রাজ কলেজে এক দিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ সেলিম রেজা (সভাপতি, হিউম্যানস্টি সোসাইটি বাংলাদেশ)। আলোচনায় অংশ নেন কলেজের অধ্যাপক ও স্থানীয় বিধায়ক তিলক কুমার চক্রবর্তী। ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন।

শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা, রাজ্যের দুই মন্ত্রীও উপস্থিত

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: গত ৯ই জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ এর উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মেলা শুরুর আগে থেকেই রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু সন্ত ও সাধারণ পুন্যার্থীরা এই মেলায় আসতে শুরু করেছেন। শুক্রবার থেকে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে গঙ্গা সাগরে। আগামী ১৪ তারিখ ও ১৫ তারিখ অর্থাৎ রবি ও সোমবার মকর সংক্রান্তির পুণ্য স্নান গঙ্গাসাগরে। সেই সময় রেকর্ড পরিমাণ ভিড় এই সাগর মেলায় হবে বলেই আশাবাদী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই গঙ্গা আরতি শুরু হয়েছে সাগরে। বিশিষ্ট মানুষজন, সাধু সন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গঙ্গাসাগরে এসেছেন এই আরতিতে অংশ গ্রহণ করতে। এদিনের এই গঙ্গা আরতিতে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী স্নেহাসিশ চক্রবর্তী ও বঙ্কিম হাজরা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সহ রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা। পাশাপাশি এই জেলার একাধিক বিধায়ক প্রতিটি পয়েন্টে দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করছে লট নাম্বার এইটে আছে কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা কচু বেড়ে আছেন গিয়াস উদ্দিন মোল্লা ও যোগরঞ্জন হালদার, আর মেলার মধ্যেই দুই মন্ত্রী। গঙ্গাসাগরে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সমস্ত জায়গায় রয়েছে পুলিশ কর্মী , সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন গঙ্গাসাগরে পুন্যার্থীরা যারা আসছে তাদের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছে যাত্রীর শেঠ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে মেলা গ্রাউন্ডে রয়েছে নানান রকমের আলোর রসনা, পর্যাপ্ত পরিমাণের পানীয় জল সব মিলিয়ে মিশিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর এখন বিশ্বের দরবারে এক আবেগময় হয়ে উঠেছে।

ভুল ট্রেনে উঠে নামতে গিয়ে যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া গ্রামে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ভুল ট্রেনে উঠে নামতে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মালদহের কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে।মৃত ওই যুবকের নাম মৌলনা সামসাদ আলি(২২)। (ইন্না লিল্লাহি...) বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের বাগমারা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,জয়পুর কাজের খোঁজে বেরিয়ে ছিলেন যুবক।এদিন ওই যুবকের বাবা মৌলনা জাবেদ কাসমী হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনে তাকে ছাড়তে যান। স্টেশনে ট্রেন আসতে দেরি হওয়ায় সে বাড়ি চলে আসেন।ছেলে ভুল করে বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে পড়েন। কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে বুঝতে পারেন সে ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছে।ইতিমধ্যে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে।চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি।ওই ট্রেনের চাকায় ঢুকে

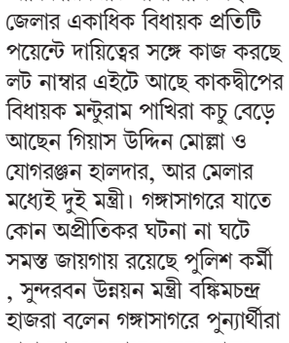

শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায় যুবকের।এই নিয়ে এদিন কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।রেলওয়ে পুলিশ রাতেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।সামসাদ আলম এর বাবা মৌলনা জাবেদ কাসমী জানান,তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে।সামসাদ ছিল বড় ছেলে।রেল সূত্রে জানতে পারেন চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে।

অবৈধ বালি বোঝাই ডাম্পার আটকালেন রেভিনিউ অফিসার

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: অবৈধ বালি বোঝাই ডাম্পার আটকে দেন রেভিনিউ অফিসার। অভিযোগ এরপরই ডাম্পার মালিকরা ওই আধিকারিককে ঘিরে ধরেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও রাজগঞ্জে বিশেষ অভিযান চালায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর। অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগ পেয়ে এই অভিযান চলে।রাজগঞ্জের মনুয়াগঞ্জে ৩টি বালি বোঝাই ডাম্পার আটক করা হয় এদিন। অভিযোগ, এরপরই বেজায় চটে যান ডাম্পার মালিকরা। তারা রেভিনিউ অফিসারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বলে অভিযোগ। ডাম্পার মালিকরা দাবি করেন, রয়ালটি নেওয়া হয়। অথচ যে সরকারি কাগজ তাঁরা পান, তাতে ঘনফুট প্রতি কত টাকা নেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করা হয় না। তাতেই জটিলতা তৈরি হয়। রেভিনিউ অফিসার সোনম রম্বা

এদিন বলেন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়াই ডাম্পারগুলি বালি নিয়ে যাচ্ছিল। তাই ৩টি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করা হয়। এতেই এত হম্বিতম্বি। খবর পেয়ে, ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন তিনি। এক ডাম্পার মালিক রঞ্জন বিশ্বাস মেনে নেন তাঁদের কাছে উপযুক্ত রয়ালটির নথি নেই। তবে তাঁর দাবি, অনলাইনে এসব কাজ হচ্ছে। অথচ পরিষেবা যথাযথ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এত সমস্যা। তবে ডাম্পার মালিকদের তরফে করা যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি তাঁর। তিনি বলেন, সরকারি নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে যা খুশি করলে তা বরদাস্ত করা হবে না। এদিন ৩টি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আগামীতে আরও করা হবে। তবে একইসঙ্গে তিনি বলেন, ডাম্পার মালিকরা লিখিতভাবে তাঁদের সমস্যা জানাতে পারেন। তাহলে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।

এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখা যাবে না: কাকলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাবড়া

আপনজন: ইডির হানা প্রসঙ্গে হাবড়ায় একটি অনুষ্ঠানে এসে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মন্তব্য, এজেন্সি দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে রাখা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যখন বুঝে গেছে হারবে তখন থেকেই এইসব সক্রিয়তা শুরু করেছে।শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের কম্বল গোছানোর মন্তব্যে কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন,উনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন কিনা কেন্দ্রীয় সরকারের আমার জানা নেই।দেগঙ্গায় শুভেন্দু অধিকারী নারায়ণ গোস্বামীকে নিয়ে নথি প্রসঙ্গে বলেন,ওনার কাছে নথি থাকলো কি করে ? সেটাই তো প্রশ্ন!একটা দেশের আইন আছে একটা সরকার আছে, দেশের এজেন্সি গুলো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে। উনি কবে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন? আমার জানা নেই এমনটাই মন্তব্য কাকলি ঘোষ দস্তিদারের। এদিকে সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনার ৮ দিনের মাথায় চার দিক থেকে চাপের মুখে ২ জনকে গ্রেফতার করল ন্যাজাট থানার পুলিশ। ধৃতরা মেহেবুর মোল্লা ও সুকমল সরদার। পুলিশের সূত্রে খবর, ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজে তাদের ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলা চালাতে দেখা গিয়েছে। তবে এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই

ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শাহজাহান শেখের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার সন্দেশখালিতে আধিকারিকদের ওপর হামলার পর ইডির দায়ের করা এফআইআর-এর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ওই ঘটনায় যুক্ত শাহজাহান শেখের ২ অনুগামী মেহেবুর মোল্লা ও সুকমল সরদার। এর পর সূত্র মারফৎ তাদের সন্ধান শুরু করেন পুলিশ আধিকারিকরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ন্যাজাট থানা এলাকায় মাছের ভেড়ি পাহারা দেওয়ার একটি ঘর থেকে তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ঘটনার পর থেকে শাহজাহানের মতো গা ঢাকা দিয়েছিল তারাও।ওদিকে ঘটনার ৭ দিন পরেও মূল অভিযুক্ত তৃণমূলি গুন্ডা শেখ শাহজাহান গ্রেফতার না হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে পুলিশের তৎপরতা নিয়ে। সূত্রের খবর, শেখ শাহজাহান সন্দেশখালি এলাকাতেই রয়েছে। তবে কেন তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা।সন্দেশখালি কাণ্ডের পর ব্যাপক অস্বস্তিতে পড়েছে মমতা সরকার। ঘটনার পর সপ্তাহ ঘুরলেও শাহজাহান কেন গ্রেফতার হয়নি তা জানতে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা ও স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে তলব করেন রাজ্যপাল। ওদিকে শাহজাহানের গ্রেফতারির দাবিতে বৃহস্পতিবার বিজেপির ন্যাজাট থানা অভিযানে ধুন্ধুমার বাঁধে। ইডির বিরুদ্ধে শাহজাহান শেখের তরফে দায়ের এফআইআর-এ স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। গত শুক্রবার সকালে সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে যান ইডির আধিকারিকরা।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ হাজার কংগ্রেস কর্মীর তৃণমূলে যোগদান

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: আবারো কংগ্রেসে ভাঙ্গন। বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের নওদা থানার সর্বাঙ্গপুর পঞ্চায়েতের সোনাটিকুরি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হলো। এদিন রাতে নওদা পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেসের জয়ী সদস্য কামারুল মন্ডল এবং সর্বাঙ্গপুর পঞ্চায়েত এর জয়ী সদস্য মানোয়ারা বিবি সহ দু হাজার কর্মী সমর্থক নিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে নওদার ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন । পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারী কামারুল মন্ডল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সামিল হওয়ার কারণে এবং এলাকার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কংগ্রেস ছেড়ে ব্লক তৃণমূল সভাপতির হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম। ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ বলেন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়াই আগামী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী হবে বলে এমনটাই মনে করছেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ, নওদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহিদুল ইসলাম মন্ডল, সর্বাঙ্গপুর পঞ্চায়েত প্রধান আতিকুল মন্ডল, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রেন্টু শেখ সহ ব্লক ও অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বরা।

লোকসভার প্রস্তুতি সভা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হাজী নুরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, দেবেশ মন্ডল,ডাঃ সপ্তর্ষী ব্যানার্জী, সুকুমার মাহাতো, ঊষারানী মন্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা পঃবঃ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ, বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র,টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখার্জী, বারাসাত -২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, কর্মাধ্যক্ষ সাহানুর ইসলাম, বাদল মিত্র, সমীক রায় অধিকারী, ফারুক গাজী, অভিষেক দাস, মনোয়ারা বিবি, মনিরুল ইসলাম মনি প্রমুখ।

রক্তযোদ্ধাই আক্রান্ত ব্লাড ক্যান্সারে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একটা সময় মানুষের রক্তের প্রয়োজনে ছুটে বেড়াতো যে ছেলেটা, আজ সে নিজেই ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। কথা হচ্ছে মুর্শিদাবাদে সাগরদিঘী উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য কৌশিক দাসের। ছোট-বড়ো, হিন্দু-মুসলিম কোন কিছু না দেখে সমাজের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা সেই ছেলেটা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে আজ। বর্তমানে মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে কৌশিক। ইতিমধ্যে সহযোগী সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। আর্থিক সাহায্যও করেছেন অনেকে। মানুষের রক্তের প্রয়োজনে সবসময় এগিয়ে আসা সেই স্বেচ্ছাসেবীর জন্য সকলেই দোয়া-প্রার্থনা করছে আজ। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেরই সম্পাদক সঞ্জীব দাস বলেন, 'আমার সহযোগী বন্ধু কৌশিক মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আমরা সব সময় তার পাশে রয়েছি। আমাদের সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরাও আর্থিক সাহায্য করেছেন তাকে। ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে কৌশিক আবার ফিরে আসুক আমাদের মাঝে।'

যুব কংগ্রেসের শোভাযাত্রা যুব দিবসে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ১২ জানুয়ারি যুব দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার হাওড়ায় পিলখানা মোড় থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ রায়, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, নন্দিতা চৌধুরী, ডা: রাণা চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ ঘোষ, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিনের মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। প্রসঙ্গত, এই কর্মসূচি সফল করে তুলতে গত কয়েকদিন ধরেই হাওড়া সদরের প্রতিটি ব্লকে দলের তরফ থেকে প্রস্তুতি সভা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জেলা বইমেলা শুরু হল জামালপুরে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সপ্তম পুর্ব বর্ধমান জেলা বইমেলার শুরু হলো জামালপুরের নেতাজি অ্যাথলেটিক ক্লাব ময়দানে। মেলা চলবে ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত।
প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বুধবার মেলার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা, সাংসদ সুনীল মন্ডল, অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রসেনজিৎ রায়, এসডিও সদর সাউথ কৃষ্ণেন্দু কুমার মন্ডল, ডেপুটি ডিরেক্টর জনশিক্ষা দপ্তর, সাথী রায়, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল, পুর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ শান্তনু কোনার, জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক,জামালপুর বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পূর্ত কর্মদক্ষ মেহেমুদ খান,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি , সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক,জামালপুর থানার অফিসার ইনচার্জ নিতু সিং সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিরা। এইদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জেলার বইমেলা কিন্তু মঞ্চে জেলা শাসক নেই। থাকা অবশ্যই দরকার ছিলো। তিনিই জেলার প্রধান কিন্তু জেলার বইমেলায় তাকে মঞ্চে দেখতে পেলাম না। তিনি আরও বলেন বই ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ছেলে মেয়েদের এমন ভাবে মানুষ করুন যাতে তারা বই লিখতে পারে। বই আমাদের সম্পদ। বই বাদ দিয়ে বাঁচা অসম্ভব। বই বিবেক কে খুলে দেয়। লেখা পড়ার কোনও বিকল্প নেই।

স্বামীজির জন্মদিন পালিত

আপনজন: জলঙ্গি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন ব্লক যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন,সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মিরাজুল সেখ মিনা,শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ। ছবি ও তথ্য: সজিবুল ইসলাম

দিঘায় খাবারের দোকানে রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে বাসি-পচা খাবার!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিঘা

আপনজন: দিঘায় প্রচুর খাবারের দোকানে রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে বাসি-পচা খাবার। তাই খাওয়ানো হচ্ছে দিঘায় ঘুরতে আসা পর্যটকদের। এমনটাই জানা যায়, বাসি নষ্ট হয়ে যাওয়া মাংসের ঝোল থেকে শুরু করে মিষ্টিও পর্যন্ত বাসি তালিকায় রয়েছে।শুক্রবার সকাল থেকে নিউ দিঘায় বিভিন্ন খাবারের দোকান ও রেস্তরাঁয় হানা দেয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা খাদ্য সুরক্ষা দফতরের টিম।আর সেই অভিযানেই ধরা পড়ল এই অসাধু কারবার। টাটকা খাবারের নাম করে পর্যটকদের খাওয়ানো হচ্ছিল বাসি-আধ পচা খাবার।
খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা এদিন নিজেরা দোকানে ঢুকে খাবারের গুণগত মান যাচাই করে দেখেন। কোনও দোকান থেকে বেরল বাসি মিষ্টি। কোথাও আবার ফ্রিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছিল বাসি হয়ে যাওয়া মাংসের ঝোল।সেই সব বের করে ডাস্টবিনে ফেলার ব্যবস্থা করেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা।যে সব দোকানের

খাবারে গুণগত মান খারাপ ধরা পড়ে,ঐ দোকানগুলিকে ধরানো হয় আইনি নোটিস। আগামী দিনেও এভাবে চলতে থাকলে কড়া আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।খাদ্য সুরক্ষা দফতরের এই অভিযান ঘিরে কার্যত শোরগোল পড়ে যায় সৈকতনগরীতে।বিষয়টি নিয়ে ক্যামেরার সামনে কিছু না বললেও জেলা খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক বিশ্বজিত্ মান্না বলেন,খাদ্য দফতরের নিয়মাবলী নিয়ে বহুবার দোকানদারদের সতর্ক করা হয়েছিল।কিন্তু এসবের পরেও অনেক দোকানদার নিয়ম মানছিলেন না। অনেকেই আবার বিনা লাইসেন্সে দোকান চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ উঠে এসেছে, সেই কারণে তাঁদের নোটিস ধরানো হয়েছে।অল্প কয়েকদিনের ছুটিতে বাঙালির কাছে ঘুরতে যাওয়ার অন্যতম পছন্দের ডেস্টিনেশন হল 'দি-পু-দা' ।সৈকত সুন্দরী দিঘায় সারা বছর ধরে পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। আর দিঘায় ঘুরতে গিয়ে সমুদ্রের ধারে বসে সি-ফুড খাওয়ারও ধুম লেগে যায়। ঝাঁ চকচকে সুন্দর সাজানো খাবারের দোকান বা রেস্তরাঁগুলিতে বসে যা খাচ্ছেন সব স্বাস্থ্যকর তো?এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে পর্যটক মহলে।

কোপাই নদী বেদখল হয়ে চলছে নির্মাণ কাজ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতন সংলগ্ন গোয়ালপাড়ায় বোলপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে কোপাই নদীর অংশ দখল করে তৈরি হচ্ছে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ। পাঁচিল অথবা পিলার দিয়ে জায়গা ঘিরে তৈরি হচ্ছে নির্মাণ কার্য। কিন্তু কার মদতে নদীর চর দখল করে বেআইনি নির্মাণ।এই নিয়েই শুরু হয়েছে চাপানউতোর। প্রশাসনিক উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।নদীর চর দখল করে নির্মাণের প্রবণতা বেড়েই চলেছে কোপাই সংলগ্ন জায়গা গুলিতে। নদীর চর দখল করে নির্মাণ চলছে বলে অভিযোগ তুলেছেন দূর দূরান্তের পর্যটক থেকে শুরু করে বাসিন্দারা। কিন্তু এবার প্রশাসন থেকে শুরু করে সকলেই নড়ে চড়ে বসেছেন। দূষণ এবং অবৈধ দখলের হাত থেকে নদ-নদী, খাল-বিল বা জলাশয় রক্ষায় বিভিন্ন সময় নানান পদক্ষেপের কথা এসেছে। কিন্তু বাস্তবায়ন কতটা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। প্রশাসনের উদাসীনতা এবং রাজনৈতিকভাবে সদিচ্ছার অভাবেই অবৈধ নির্মাণ বড় আকার নিচ্ছে বলে অভিযোগ বোলপুর পুরসভার শহরবাসীর একাংশের। যদিও জেলা প্রশাসনের দাবি, সম্প্রতি কোপাই নদীর পাড়ে একটি বেসরকারি সংস্থার অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভবিষ্যতেও যদি এ ধরনের অভিযোগ এলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

প্রথম নজর

ইয়েমেনে হামলা নিয়ে ব্রিটেন-আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি সৌদি আরবের

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনে হামলার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে সংঘাত এড়িয়ে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে মুসলিম প্রভাবশালী রাষ্ট্র সৌদি আরব। বৃহস্পতিবার দেশ দুটির সম্মিলিত বিমান হামলার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এ আহ্বান জানানো হয়। শুক্রবার সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য প্রকাশ করেছে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইয়েমেনের হুথিদের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় নিযুক্ত রয়েছে সৌদি আরব। এক বিবৃতিতে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'গভীর উদ্বেগের সঙ্গে' পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তারা। মন্ত্রণালয়টি আরও জানিয়েছে, 'লোহিত সাগর অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্ব দিচ্ছে সৌদি আরব। কেননা, এই সমুদ্রপথে নৌচলাচলের স্বাধীনতা একটি আন্তর্জাতিক দাবি।'

পশ্চিমা-সমর্থিত এবং সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের বিরুদ্ধে প্রায় এক দশকের যুদ্ধের পর ইয়েমেনের বেশিরভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ এখন হুথিদের হাতে। এই প্রতিরোধ গোষ্ঠীটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের শক্তিশালী সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

হুথিরা লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে আক্রমণ করছে। তাদের দাবি, এসব জাহাজ ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট বা ইসরায়েলের বন্দরের দিকে যাচ্ছে।

হুথিদের প্রধান আলোচক মোহাম্মদ আবদুলসালাম বৃহস্পতিবার বলেছেন, লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে গোষ্ঠীটির হামলা সৌদি আরবের সঙ্গে শান্তি আলোচনাকে হুমকির মুখে ফেলবে না।

কঙ্গো নদী অববাহিকায় বন্যায় তিন শতাধিক মানুষের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ৬০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছে কঙ্গো নদীর পানি। বৃষ্টির কারণে নদীর পানি ক্রমাগত বাড়তে থাকায় ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআরসি) এবং কঙ্গো রিপাবলিকে বন্যা চোখ রাঙাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের মতে, গত কয়েক মাসে বন্যায় ৩০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এই তথ্য জানিয়েছে।

বুধবার নদীর পানি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ দশমিক ২০ মিটার (২০ দশমিক ৩৪ ফুট) উপরে পৌঁছেছে। এটি ১৯৬১ সালের পর নদীর পানির স্তরের সর্বোচ্চ রেকর্ড। তখন নদীর পানি ৬ দশমিক ২৬ মিটার উপরে পৌঁছেছিল।

পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি শাখা ডিআরসি রিভারওয়েস অথরিটি। এর জলবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ফেরি মোওয়া বলেছেন, ডিসেম্বরের শেষের দিকে তার অফিস উচ্চ জলস্তর রেকর্ড করেছিল। তখন নদীর তীরবর্তী রাজধানী কিনশাসারের প্রায় পুরো এলাকায় বন্যার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ডিআরসি-এর ঘনবসতিপূর্ণ কিনশাসার বেশ কয়েকটি এলাকা ইতোমধ্যেই বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। পাশাপাশি এক ডজনেরও বেশি প্রদেশেও বন্যার পানি প্রবেশ করেছে।

গত সপ্তাহে এক বিবৃতিতে বলা হয়, কয়েক মাসে অঞ্চলটিতে প্রায় ৩০০ জন মারা গেছে। এতে ৩ লাখ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত এবং কয়েক হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

প্রতিবেশী কঙ্গো রিপাবলিক কর্তৃপক্ষ রয়টার্সকে জানিয়েছে, দেশটির নদী তীরবর্তী রাজধানী ব্রাজাভিলসহ আটটি বিভাগে বন্যায় কমপক্ষে ১৭ জন মারা গেছে। এসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬০ হাজারের বেশি পরিবার।

এবার নিউইয়র্কের মসজিদগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির নিয়ার্ক সিটিতে মসজিদের দরজার সামনে এক ইমামকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় নিউইয়র্ক সিটির মসজিদগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক পুলিশ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সিটির বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে মুসল্লিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন।

গত বুধবার (৩ জানুয়ারি) ফজরের নামাজের পর সাউথ অরেঞ্জ এবং ক্যামডেন স্ট্রিটে অবস্থিত মোহাম্মদ মসজিদের সামনে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন হাসান শরীফ।

এ ঘটনার পর মুসলিম কমিউনিটিতে কিছুটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের উপস্থিতি কমে যায়। সমবেদনা জানাতে নিউইয়র্কসহ আশেপাশের এলাকা থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছুটে যান মোহাম্মদ মসজিদে। তারা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান।

এরপরই নিউজার্সির মসজিদগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

এদিকে নিউইয়র্কের কুইন্সে বাংলাদেশিদের পরিচালিত জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের আল-মামুর মসজিদে গত ৫ জানুয়ারি শুক্রবার জুমার নামাজের সময় মুসল্লিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তারা।

তারা হলেন- নিউইয়র্ক পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো) মার্ক স্টুয়ার্ট, একই বিভাগের কমান্ডিং অফিসার রিচার্ড টেইলর, ডেপুটি ইন্সপেক্টর ম্যাককল, ১০৭ প্রিসিঙ্কটের কমান্ডিং অফিসার মো সি সাং, নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন খানকাডা, কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সার্জেন্ট আব্দুল লতিফ প্রমুখ।

এ সময় পুলিশ কর্মকর্তারা মুসল্লিদের আশ্বস্ত করেন যে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি মসজিদে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় দ্রুত পুলিশকে অবহিত করার জন্য মসুল্লিদের প্রতি আহ্বান জানান পুলিশ কর্মকর্তারা।

বৈঠককালে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সভাপতি ডা. মোহাম্মদ এম রহমান তুহিন, সাধারণ সম্পাদক আফতাব মান্নান, বর্তমান ট্রাস্টি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কার্যকরী সদস্য করিম চৌধুরী, সাবেক কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ সাবুল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিটেন ও আমেরিকা যৌথভাবে ব্যাপক হামলা চালাল ইয়েমেনে

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে ইয়েমেনে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে শুক্রবার (১২ জানুয়ারি) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের চার কর্মকর্তা।

দুই মাস ধরে লোহিত সাগরে ইসরায়েল সংশ্লিষ্ট ও ইসরায়েলগামী জাহাজে অব্যাহতভাবে হামলা চালিয়ে আসছে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা। এসব টানা হামলা চালানোর পর এখন হুথিদের লক্ষ্য করে সরাসরি হামলা চালিয়েছে ব্রিটিশ ও মার্কিনি সেনারা। হামলায় হুথিদের অস্ত্র ভাণ্ডার, কমান্ড সেন্টারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো লক্ষ্য করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এক মার্কিন কর্মকর্তা।

বার্তাসংস্থা এপিও জানিয়েছে, হুথিদের ব্যবহৃত সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমা হামলা চালিয়েছে এ দুই দেশের সেনারা। এপি আরও জানিয়েছে, হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে তোমাহোক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। যেগুলো জাহাজ থেকে ছোড়া হচ্ছে। এছাড়া যুদ্ধবিমানও ব্যবহার করা হয়েছে। হুথির এক কর্মকর্তা এর আগে জানিয়েছিলেন, রাজধানী সানায় 'শত্রুদের হামলা' চলছে। সানার এক প্রত্যক্ষদর্শী রয়টার্সকে জানিয়েছেন, তিনি তিনটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যুদ্ধজাহাজ লক্ষ্য করে ২০টি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে হুথিরা। এরপরই এ হামলার জবাব দেওয়ার হুমকি দেয় তারা। তবে হুথিদের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়– তাদের এ হামলার পাল্টা হামলার জবাব দেবে তারা।

গত ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ওইদিন থেকেই গাজায় নির্বিচারে বিমান হামলা চালানো শুরু করে দখলদার ইসরায়েল। ইসরায়েলের এ বর্বর হামলার প্রতিবাদে লোহিত সাগরে ইসরায়েলের জাহাজে হামলা চালানো শুরু হুথি বিদ্রোহীরা। তবে তাদের এ হামলার কারণে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ লোহিত সাগর দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয় বড় বড় কোম্পানিগুলো। এতে করে বিশ্ব বাণিজ্যে বড় প্রভাব পড়ে।

এসব বিষয় বিবেচনা করে হুথিদের হামলা বন্ধ করার হুমকি দেয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো। কিন্তু এতে কর্ণপাত করেনি হুথিরা। তারা উল্টো জানায়, যতদিন গাজায় বর্বরতা চলবে ততদিন তাদের এসব হামলা অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের এমন সরাসরি হামলার পর এখন হুথিরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে সেটিই এখন দেখার বিষয়।

গাজায় ইসরায়েলের অবিরাম বোমাবর্ষণ, নিহত বেড়ে অন্তত ২৪ হাজার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় তিন মাসের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চলছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে আজ শুক্রবার পর্যন্ত ২৩ হাজার ৭০৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৬০ হাজারের বেশি। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গাজায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১৫১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ২৪৮ জন। এ ছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজ রয়েছে ৭ হাজার। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তারা আর বেঁচে নেই।

গাজায় হামলার তীব্রতা আরও জোরদার করেছে ইসরায়েল। দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ জানিয়েছে, হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত গাজায় তাদের অভিযান থামবে না এবং এই যুদ্ধ আরও কয়েক মাস ব্যাপী চলবে।

হুথি আক্রমণের জেরে সাময়িক বন্ধ টেসলার কারখানা

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা পণ্যবাহী জাহাজের ওপর আক্রমণ করছে। ফলে জাহাজগুলো আর ওই রুটে যাচ্ছে না। এর প্রভাবে সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হচ্ছে জার্মানির রাজধানী বার্লিনের কাছে অবস্থিত টেসলার গাড়ি তৈরির কারখানা।

টেসলা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যন্ত্রাংশ কম থাকায় আমরা জার্মানির কারখানায় গাড়ি উৎপাদনের কাজ আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখছি।

কোম্পানিটি আরো জানিয়েছে, লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের এই সংকটের মুখে পড়তে হয়েছে। মূলত ওই অঞ্চলে ইরানের মদতপুষ্ট হুথি বিদ্রোহীরা একের পর এক পণ্যবাহী জাহাজ আক্রমণ করেছে। গাজাতে ইসরায়েলের আক্রমণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা এই কাজ করবে বলে হুমকি দিয়েছে।

টেসলা বলেছে, লোহিত সাগরে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাহাজগুলো এখন কেপ অব গুড হোপ দিয়ে যাচ্ছে। তার জেরে টেসলার কারখানায় উৎপাদন ব্যহত হয়েছে।

এদিকে লোহিত সাগরে হুথি গোষ্ঠীর আক্রমণ শুরুর পর টেসলাই প্রথম কোম্পানি যারা কারখানা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করল। হুথির আক্রমণের প্রভাব অনেক কারখানার ওপরেই পড়ছে। চীনের অন্যতম বড় গাড়ির কারখানা এবং সুইডেনের হোম ফার্নিশিং কারখানা গ্রাহকদের জানিয়েছে, তাদের কাছে জিনিস পৌঁছাতে দেরি হবে।

বিশ্বের বড় শিপিং কোম্পানিগুলো এখন সুয়েজ খাল ব্যবহার করছে না। এই রাস্তা দিয়ে বিশ্বের ১২ শতাংশ জাহাজ চলাচল করে। প্রায় সব বড় শিপিং কোম্পানি কেপ অব গুড হোপ দিয়ে তাদের জাহাজ পাঠাচ্ছে। এর ফলে শুধু যে ১০ দিন বেশি সময় লাগছে তাই নয়, এতে খরচও হচ্ছে অনেক বেশি। এশিয়া থেকে ইউরোপ যেতে ৯ লাখ ১০ হাজার ডলারের অতিরিক্ত জ্বালানি লাগছে।

টেসলা জানিয়েছে, এর ফলে সরবরাহ চক্র ভেঙে গেছে। ২০২২ সালের মে মাস থেকে বর্লিনের কাছের কারখানায় উৎপাদন শুরু করে টেসলা। সেখানে ১১ হাজার ৫০০ কর্মী কাজ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চিনের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি মায়ানমারের বিদ্রোহীরা

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারের উত্তরাঞ্চলে জান্তাবিরোধী বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর অন্যতম 'থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছে। চীনের মধ্যস্থতায় গত কয়েক মাস ধরে আলোচনা চলার পর উভয়পক্ষের মধ্যে এই সমঝোতা হয়েছে।

'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স'এর অন্যতম শরিক তা'য়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির (টিএনএলএ) এক নেতা শুক্রবার রয়টার্সকে বলেন, জান্তার সঙ্গে তাদের আলোচনায় প্রতিবেশী চীনের এক দূত মধ্যস্থতা করেছেন।

২০২১ সালে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী অং সান সু চীর নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করলে দেশের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

অক্টোবরের শেষ দিকে 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' উত্তরাঞ্চলে তাদের নিজ এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেয়। তারপর থেকে অঞ্চলগুলো উদ্ধারে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করছে জান্তা বাহিনী। দুই পক্ষের এ লড়াইয়ে চীনের সীমান্ত সংলগ্ন উত্তরাঞ্চলে তীব্র সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।

মায়ানমারে সামরিক বাহিনীর জন্য 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স'এর সম্মিলিত হামলা যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

দু'পক্ষের এ লড়াইয়ে সীমান্ত বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটায় ও শরণার্থীর ঢল শুরু হতে পারে সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে চীন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই টিএনএলএ নেতা জানান, চীনের দূত দেং শি জিনের উদ্যোগে হওয়া আলোচনায় ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স 'যুদ্ধবিরতিতে' রাজি হয়। তারা আর অগ্রসর হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

তিনি বলেন, জোটের দিক থেকে, শত্রুপক্ষের শিবির অথবা শহরগুলোতে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে সম্মতি জানানো হয়েছে। আর সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বিমান হামলা, বোমাবর্ষণ ও কামান, মর্টার থেকে গোলাবর্ষণ করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

রয়টার্স জানিয়েছে, বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মায়ানমারের জান্তার মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। আর ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের অপর দুই গোষ্ঠী মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) এবং আরাকান আর্মি (এএ) যুদ্ধবিরতি সমঝোতার বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৭ মি.

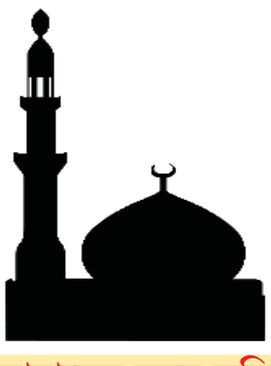

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫০	
আসর	৩.৩৬	
মাগরিব	৫.১৭	
এশা	৬.৩০	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

যুদ্ধের প্রস্তুতির কথায় সুইডেনে জনমনে শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সুইডেনের দুই শীর্ষ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে দেশবাসীর প্রতি সতর্কতামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। এতে সুইডিশদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়ানোর পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দিয়েছে। সুইডেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কার্ল-অস্কার বোহলিন একটি প্রতিরক্ষা সম্মেলনে বলেন, সুইডেনে যুদ্ধ শুরু হতে পারে। দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য সব নাগরিককে প্রস্তুতি নিতে হবে।

চার বছর পর বিদেশি পর্যটকদের জন্য সীমান্ত খুলছে উ. কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: কোভিড-১৯ মহামারির পর এবারই প্রথম পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দিল উত্তর কোরিয়া। রাশিয়ার প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ ও একটি ট্যুর গাইডের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

উত্তর কোরিয়ার সীমান্তবর্তী রাশিয়ার সুদূর পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল প্রিমর্স্কি ক্রাইয়ের গভর্নর গত ডিসেম্বরে আলোচনার জন্য পিয়ংইয়ং সফর করেছিলেন। তখনই এই ভ্রমণের সূচি জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ভ্লাদিভোস্টক-ভিত্তিক একটি ভ্রমণ এজেন্সি। রুশ আঞ্চলিক সরকার এ সপ্তাহে টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা বলেছে।

ভ্রমণসূচি অনুসারে, চার দিনের সফরটি শুরু হবে ৯ ফেব্রুয়ারি। পিয়ংইয়ংয়ে বিরতির সঙ্গে এই ভ্রমণে একটি স্কি রিসোর্টও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বেইজিংভিত্তিক কোরিও ট্যুরসের মহাব্যবস্থাপক সাইমন ককেরেল রয়টার্সকে বলেন, উত্তর কোরিয়ায় তার অংশীদাররা নিশ্চিত করেছে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে রুশ পর্যটকেরা এই সফরে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এটা অবশ্যই একটি ভালো ইঙ্গিত। এর মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। যেখানে চার বছরের বেশি সময় কোনো পর্যটক প্রবেশ করেনি সেখানে এমন উদ্যোগ অবশ্যই ইতিবাচক। উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং-উন এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গত সেপ্টেম্বরে পূর্ব রাশিয়ায় এক বৈঠকে মিলিত হন।

'চরম মূল্য' দিতে হবে ব্রিটেন-আমেরিকাকে: হুথি

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। হুথি যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে এ 'অভিযানের' কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই হামলার জবাবে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছে হুথি বিদ্রোহীরা।

ইয়েমেনে হুথিদের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুসেইন আল-ইজি বলেছেন, এই হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে চরম মূল্য দিতে হবে। ইয়েমেনের টিভি চ্যানেল আল-মাসিরাহ তাকে উদ্ধৃত করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে এই 'নির্লজ্জ আগ্রাসনের' জন্য 'চরম মূল্য' দিতে হবে।

হুথি কর্মকর্তা আব্দুল কাদের আল-মোর্তাদা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক্স-এ জানিয়েছে, ইয়েমেনজুড়ে হামলা চালানো হয়েছে। রাজধানী সানা, হুদায়দাহ গভর্নরেট, সাদা ও ধামারে বেশ কয়েকটি হামলা হয়েছে। হুথিদের লোহিত সাগর বন্দরের শক্ত ঘাঁটি হুদায়দাতে হামলা করা হয়েছে।

গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনের পর ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে সম্প্রতি যেসব হামলা চালিয়ে আসছে তার জবাবে হুথিদের লক্ষ্য করে সরাসরি হামলা চালালো দেশ দুটির সেনাবাহিনী। রাজধানী সানার হুদাইদাহে হুথি লোহিত সাগর বন্দর, ধামার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হুথিদের শক্ত ঘাঁটিতে হামলার খবর পাওয়া গেছে।

ইয়েমেনে হামলা, নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশন আহ্বান রাশিয়ার

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে মার্কিন জাহাজে হামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। এ বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাশিয়া। একটি কূটনৈতিক সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে, এই হামলার পর রাশিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তারা ইয়েমেনে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের এই হামলাকে জাতিসংঘের সনদের লঙ্ঘন বলে মনে করে। সে কারণেই শুক্রবার জরুরি অধিবেশনের আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছে দেশটি। ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। বৃহস্পতিবার রাতে এই হামলা চালানো হয়। ইয়েমেনের যেসব জায়গা হামলার শিকার হয়েছে তা প্রকাশ করেছে হুথিরা। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও রয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৭ পৌষ ১৪৩০, ৩০ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

গাজা যুদ্ধ

ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে তিন মাসের অধিক সময় ধরিয়া। ভয়াবহ এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা মৃত্যুপুরী হইয়া উঠিয়াছে। অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলের ভয়াবহ হামলায় নিহতের সংখ্যা ইতিমধ্যে ২৩ হাজার ছাড়াইয়া গিয়াছে। আহত হইয়াছেন আরো প্রায় ৬০ হাজার ফিলিস্তিনি। দুঃখজনক হইল, নিহতদের প্রায় অর্ধেকই শিশু। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীও রহিয়াছেন নিহতদের মধ্যে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 'গাজা উপত্যকায় গড়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি শিশু নিহত হইতেছে।' জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'গাজায় কোথাও এবং কেউ-ই নিরাপদ নহে।' জাতিসংঘ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, 'গাজার ১১ লক্ষ শিশুর জীবন ঝুঁকির মধ্যে রহিয়াছে।' এইখানে আসলে বসবাসের কোনো পরিস্থিতি অবশিষ্ট নাই। গাজার ব্যবস্থাপনাকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। হাসপাতালগুলি পরিণত হইয়াছে ধ্বংসস্তূপে। ফলে বাসিন্দারা নিরাপত্তা, খাবার, চিকিত্সা ও ঔষধের তীব্র অভাবে ভুগিতেছে। এই সকল সংবাদ আমাদের যাহার পর নাই ব্যথিত ও মর্মাহত করে।

গত বত্সরের ৭ অক্টোবর হইতে গাজায় শুরু হওয়া এই যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই অধিক। পাশাপাশি বহু নারী ও শিশু হামলায় আহত হইয়া বরণ করিয়াছেন পঙ্গুত্ব। প্রায় ১ হাজার শিশু তাহাদের একটি বা উভয় পা হারাইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে সেভ দ্য চিলড্রেন। বিস্ফোরণে আঘাতের কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের মৃত্যুর হার প্রায় সাত গুণ বেশি; কারণ, তাহারা আঘাতের প্রতি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এবং সংবেদনশীল। উপরন্তু, গাজায় চিকিত্সা সরঞ্জাম ও নিত্যপণ্যের তীব্র ঘাটতির কারণে চিকিত্সাসেবা থেকে বঞ্চিত হইতেছে ইসরাইলি হামলায় আহত বেশির ভাগ শিশু। ফিলিস্তিনি সেভ দ্য চিলড্রেনের পরিচালক জেসন লি বলিয়াছেন, 'এই যুদ্ধে শিশুদের দুর্ভোগ অকল্পনীয়। শিশুদের হত্যা ও পঙ্গুত্ব একটি গুরুতর লঙ্ঘন, যাহা নিন্দার যোগ্য এবং অপরাধীদের অবশ্যই জবাবদিহি করিতে হইবে।' এই সংঘাত পুরোপুরি এড়ানো যাইত, কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাহা আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

এই পরিস্থিতিতে গাজা যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াইয়া যাওয়া ঠেকাইতে ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্র চাপ দিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে। এই লক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী মধ্যপ্রাচ্য সফরে রহিয়াছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন। জর্ডান, তুরস্ক, গ্রিস, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি সফর শেষে এই লেখা পর্যন্ত ইসরাইলে অবস্থান করিতেছিলেন তিনি। সৌদি আরব সফর শেষে ব্লিনকেন জানান, গাজায় যুদ্ধ-পরবর্তী সরকার ও পুনর্গঠন লইয়া পরিকল্পনা তৈরিতে কাজ করিতে রাজি হইয়াছে তুরস্কসহ আরব দেশগুলি। এই সংবাদ আশাব্যঞ্জক বটে। তবে উদ্বেগের বিষয় হইল, ব্লিনকেনের সফরের প্রাক্কালে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহত হইয়াছেন আড়াই শতাধিক ফিলিস্তিনি। অর্থাত্, সংঘাত বন্ধের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় দূর করা যাইতেছে না। গাজা যুদ্ধ লইয়া শঙ্কা আরো বাড়িবার কারণ, এই যুদ্ধ ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িতেছে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। অতি সম্প্রতি লেবাননে হামলা চালাইয়া হিজবুল্লাহর শীর্ষস্থানীয় এক কমান্ডারকে হত্যা করিয়াছে ইসরাইলি সৈন্যরা। স্বভাবতই এই ঘটনা আরো উত্তেজনা সৃষ্টি করিবে এতদঞ্চলে। কারণ, গত ৭ অক্টোবর ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইবার পর প্রায় প্রতিদিনই লেবাননের সীমান্তে হিজবুল্লাহ যোদ্ধা ও ইসরাইলি সেনাবাহিনীর মধ্যে পালটাপালটি গোলাগুলি চলিতেছে। বিগত তিন মাসে লেবাননে হিজবুল্লাহর ১৩৫ যোদ্ধাসহ ১৮০ জনের বেশি নিহত হইয়াছেন। অপর দিকে ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলে দেশটির ৯ জন সেনাসদস্য এবং অন্তত চার জন বেসামরিক নাগরিকের প্রাণ ঝরিয়াছে।

গত সপ্তাহে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরাইলের ড্রোন হামলায় হামাসের উপপ্রধান নিহত হইবার পর সংঘর্ষ আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করিবার শঙ্কা তৈরি হইয়াছে। ইসরাইল-হামাস সংঘাতে কাঁপিতেছে আরো কয়েকটি অঞ্চল। এই সকল সংবাদ বিশ্বের জন্য আদৌ শুভ নহে। গাজা যুদ্ধ অচিরেই বন্ধ করা না গেলে সংঘাত আরো মারাত্মক রূপ লাভ করিয়া সর্বাত্মক যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, যাহা আদৌ কাম্য নহে। বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ইহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

'ন্যায় যাত্রা' কি ন্যায়ের পথে এগোবে?

গত ৬৩ বছরের ভারতের যাত্রা ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে আপন পরের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি। ভুক্তভোগীরা যদি নিজের ধর্ম বা বর্ণের না হয়, তাহলে আমরা সব ধরনের অন্যায়কে শুধু মাত্র প্রশ্রয়ই দিই না বরং তাকে মহিমান্বিত করতে তৈরি থাকি। সুদূর অতীতে ঘটে যাওয়া বা কাল্পনিক অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়াকে আমরা ন্যায়বিচার ধরে নিই। মনুষ্যত্বের মাথায় মুকুট রাখার পরিবর্তে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যাকে বৈধতা দিতে ব্যস্ত। ঘরে ঘরে ঘটতে থাকা অন্যায়কে মিথ্যে দিয়ে ঢেকে 'বিশ্বগুরু' বলে আখ্যায়িত করার আনাড়ি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। লিখেছেন **যোগেন্দ্র যাদব**।

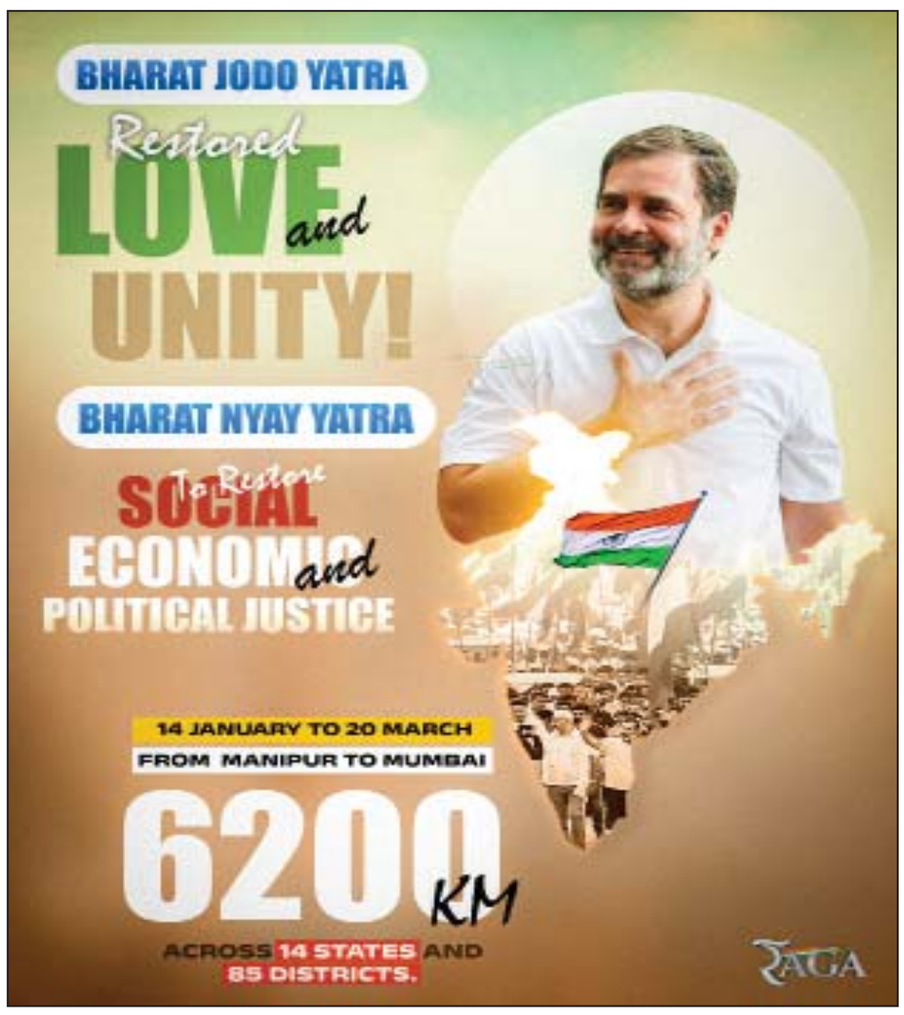

কংগ্রেস ঘোষিত ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা ছোটবেলায় শোনা এই গানটার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিল:

"ইনসাফ কি ডাগর পে, বাচ্চো দেখাও চল কে
ইয়ে দেশ তুমহারা, নেতা তুমহি হো কাল কে।'

সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের' প্রতিশ্রুতির এক দশক পর 'গঙ্গা যমুনা' ছবির জন্য শাকিল বদায়ুনির লেখা এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর সুরেলা কণ্ঠে এই গান মনে করিয়ে দেয় দেশপ্রেম এবং ন্যায়বিচারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা। মনে করিয়ে দেয় আমরা কতটা গভীরভাবে ইনসাফ বা ন্যায়ের চিন্তাধারার উত্তরসূরি।

"আপনে হো ইয়া পরায়ে, সবকে লিয়ে হো ন্যায়
দেখো কদম তুমহারা হরগিস না টকরায়ে।":

এই লাইনগুলি ন্যায়বিচারের এক এমন বোধের দিকে নির্দেশ করে যা কোনও কাঠগড়ায়, এমনকি দেশের সীমানার মধ্যেও আবদ্ধ নয়। এখানে ন্যায়বিচার আপন বা পর কোনও ভেদাভেদ মানতে প্রস্তুত নয়। ভারতের গরিমা অন্য দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার মধ্যে নয় বরং সমগ্র মানবতাকে উন্নত করার মধ্যে রয়েছে।

"ইনসানিয়ত কে সর পর ইজ্জত কা তাজ রাখনা
তন মন ভি ভেট দে কর ভারত কি লাজ রাখনা":

এই গান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ভারতের সম্মান শুধুমাত্র "সততার শক্তি মাধ্যমে" বজায় রাখা যেতে পারে।

গত ৬৩ বছরের ভারতের যাত্রা ন্যায়ের পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে আপন পরের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি। ভুক্তভোগীরা যদি নিজের ধর্ম বা বর্ণের না হয়, তাহলে আমরা সব ধরনের অন্যায়কে শুধু মাত্র প্রশ্রয়ই দিই না বরং তাকে মহিমান্বিত করতে তৈরি থাকি। সুদূর অতীতে ঘটে যাওয়া বা কাল্পনিক অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়াকে আমরা ন্যায়বিচার ধরে নিই। মনুষ্যত্বের মাথায় মুকুট রাখার পরিবর্তে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় গণহত্যাকে বৈধতা দিতে ব্যস্ত। ঘরে ঘরে ঘটতে থাকা অন্যায়কে মিথ্যে দিয়ে ঢেকে 'বিশ্বগুরু' বলে আখ্যায়িত করার আনাড়ি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের তরফে ন্যায় যাত্রার ঘোষণা যদি আশা জাগায়, পাশাপাশি জন্ম দেয় অনেক প্রশ্নেরও। রাজনৈতিক মহলে এই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে যা আসলে ঠিকই। কংগ্রেস যদি নির্বাচনে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে এই যাত্রা করে তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। দোষ তখনই হবে যদি জয় অর্জনের জন্য বিদ্বেষ ও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কোনও দল নির্বাচনে জয়ের জন্য ন্যায়, সত্য, অহিংসা, সাম্য ও স্বাধীনতার মতো মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করতে চাইলে তাকে স্বাগত জানাতে হবে। অতএব, এই যাত্রায় কংগ্রেসের ন্যায়বিচারের আওয়াজ তোলা আশা জাগায় এবং এই প্রয়াসকে আমাদের সভ্যতার গভীর ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের তরফে ন্যায় যাত্রার ঘোষণা যদি আশা জাগায়, পাশাপাশি জন্ম দেয় অনেক প্রশ্নেরও। রাজনৈতিক মহলে এই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে যা আসলে ঠিকই। কংগ্রেস যদি নির্বাচনে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে এই যাত্রা করে তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই। দোষ তখনই হবে যদি জয় অর্জনের জন্য বিদ্বেষ ও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কোনও দল নির্বাচনে জয়ের জন্য ন্যায়, সত্য, অহিংসা, সাম্য ও স্বাধীনতার মতো মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করতে চাইলে তাকে স্বাগত জানাতে হবে।

এখানে প্রশ্ন জাগে এই যাত্রায় 'ন্যায়ের' অর্থ কী? কংগ্রেসের জারি করা আনুষ্ঠানিক ঘোষণায়, ন্যায়বিচারের অর্থকে সাংবিধানিক ভাষায় অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা সঠিক দিশা দেখায় ঠিকই তবুও মানেটা বিমূর্ত থেকে যায়।

প্রথমত, এই যাত্রাকে বিচারের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়বিচারকে বিভিন্ন ধরনের কথায় ব্যক্ত করা হয়েছে। ৭০ এবং ৮০ দশকে, ন্যায় বলতে বোঝাত "অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান" অর্থাৎ মানুষের জন্য জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা। ৯০ এর দশকে যা পরিবর্তিত হয়ে "বিদ্যুৎ, রাস্তা, জল", অর্থাৎ নিছক বেঁচে থাকার বাইরে ন্যূনতম কিছু সুবিধার দাবি প্রকাশ পায়।

কিন্তু আজ জনগণের আশা-আকাঙ্খা আরও এগিয়ে গেছে। যুব হাল্লা বোল নেতা অনুপম এই নতুন আকাঙ্খাকে "উপার্জন, পড়াশোনা এবং ওষুধ" বলে চিহ্নিত করেছেন। আজ দেশের নাগরিকদের রেশন, বিদ্যুৎ ও জলেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। তারা এমন একজন নেতা ও সরকার খুঁজছে যে প্রত্যেক যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে, প্রত্যেক শিশুর জন্য শিক্ষার সমান ও ভালো সুযোগ দিতে পারে এবং সকল নাগরিককে বিনামূল্যে ভালো স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে এই আকাঙ্খাগুলির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

এই আশা-আকাঙ্খার প্রতি সুবিচার করার জন্য, তাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং ঘোষণার রূপ দিতে হবে যাতে জনগণ বিভ্রান্ত না হয়। বেকারত্বের সঙ্কট মোকাবেলায় কর্মসংস্থানের অধিকারের ধারণাকে সুনির্দিষ্ট নীতিতে রূপান্তর করতে হবে। এর জন্য, গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি রাজস্থানে বাস্তবায়িত শহুরে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং শিক্ষিত বেকারদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষানবিশের মতো প্রকল্পগুলির নীলনকশা উপস্থাপন করতে হবে। স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা দিতে শুধুমাত্র বীমার ওপর নির্ভর না করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে সরকারি জেলা হাসপাতাল পর্যন্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, বিনামূল্যে চিকিৎসকের পাশাপাশি বিনামূল্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে। রাজস্থানের চিরঞ্জীবী যোজনা এর ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার সুযোগে সমতা আনতে কিন্ডারগার্টেন থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত উচ্চমানের শিক্ষায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

এর সঙ্গে সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল ন্যায়বিচারের এই ধারণার জন্য একটি রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করা, যার অনুপস্থিতিতে এই ধারণাটি কেবল কাগজেই থাকবে। আজকের ভারতের জনগন যে অন্যায়ের শিকার, তা চিহ্নিত করা কঠিন নয়। নারী, বেকারত্ব, যুবক, দরিদ্র, শ্রমিক ও কৃষকের পাশাপাশি সেইসব সামাজিক সম্প্রদায়কেও চিহ্নিত করতে হবে যারা এখনও সামাজিক অবিচারের শিকার। দলিত, উপজাতি, অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর তুললেও যাযাবর সম্প্রদায়, পসমন্দা সম্প্রদায়, অতি-অনগ্রসর ও মহাদলিতদের আওয়াজকে তুলে ধরা এই যাত্রার নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব।

এই বড় এবং দীর্ঘমেয়াদী দায়িত্ব গ্রহণকারী ন্যায় যাত্রা এগিয়ে যাবে, এই আওয়াজ তুলে...

"দুনিয়া কে রজ সহতা অর কুছ না মুহ সে কেহনা
সচ্চাইয়ো কে বল পে আগে কো বড়তে রেহনা
রাখ দোগে একদিন তুম সংসার কো বদল কে
ইনসাফ কি ডগর পে..."

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

আপন কণ্ঠ

দিঘা পর্যটনক্ষেত্রে মুসলিম পর্যটকদের সমস্যা

ভ্রমণ প্রিয় বাঙালির পছন্দের প্রথম ডেস্টিনেশন হল দিঘা। জায়গাটি এখন বাংলার সেরা পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ফি বছর কোটি কোটি মানুষ সেখানে বেড়াতে যান। আর অসংখ্য বাঙালী মুসলিম পর্যটক সেখানে গিয়ে একটি সমস্যার সম্মুখীন হন। সেখানে নামাজ পড়ার উপযুক্ত জায়গার অভাব পরিলিক্ষত হয়। দীঘা চত্বরে কোনো মসজিদ না থাকায় শুক্রবার সহ নিত্যদিনের নামাজ আদায়ে খুবই ভোগান্তি পেতে হয়। তাই ওয়াকফ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ওল্ড এবং নিউ দীঘায় দুটি সুন্দর ও বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করে তা জনসাধারণের নামাজের জন্য উন্মুক্ত করে দিলে সাধারণ মানুষ খুবই উপকৃত হবে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ও সচেতন ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যত দ্রুত সম্ভব পুরাতন এবং নতুন দীঘা চত্বরে পৃথক পৃথক বৃহৎ এবং দৃষ্টিনন্দন দুটি মসজিদ নির্মাণের আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ সাবির হোসেন
সাতুলিয়া, ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
(প্রাক্তনী,আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

লেবাননকে কবজা করে নেওয়া কে এই হাসান নাসরাল্লাহ/৩

বিবিসি

যদিও, ঐ বছর যখন সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, তখন হেজবুল্লাহ'র ভোট কেবল বাড়ে নি, এই গোষ্ঠীটির দু'জন সদস্যকে লেবাননের সরকারের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়। তাদের সংসদীয় আসন ব্যবহার করে তারা দু'টো মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব গ্রহণ করে। এখান থেকে নাসরাল্লাহ নিজেকে এবং তার বাহিনীকে লেবাননের প্রতি অনুগত জাতীয়তাবাদী সত্তা হিসেবে প্রমাণ করে, যারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে সবসময় প্রস্তুত এবং কারো কাছে আত্মসমর্পণ করতে অনিচ্ছুক।

২০০৬ সালের গ্রীষ্মকালে হেজবুল্লাহ গোষ্ঠী ইসরায়েলে প্রবেশ করে একজন সৈন্যকে হত্যা করে এবং দুইজন সেনাকে জিম্মি করে নিয়ে আসে। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল টানা ৩৩ দিন ধরে লেবাননে ভয়ানক আক্রমণ চালায়, যাতে প্রায় ১২০০ লেবানিজ নিহত হয়।

এই যুদ্ধের ফলে নাসরাল্লাহ'র জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। সেইসময় তাকে ইসরায়লের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সর্বশেষ ব্যক্তি হিসেবে আরব দেশগুলোয় পরিচিত করে তোলে।

যুদ্ধ শেষে হেজবুল্লাহ তাদের অস্ত্র জমা দিতে অসম্মতি জানায়। সেইসাথে, এই দলটি যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ পুনঃর্নির্মাণে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরোধীদের মতে, তেহরানের উদার আর্থিক সহায়তার কারণে এটি করা সম্ভব হয়েছিল।

ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নাসরাল্লাহ'র সুদৃঢ় অবস্থান

হেজবুল্লাহর ক্ষমতাবৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো, বিশেষ করে লেবাননের সুন্নি রাজনীতিবিদরা বলেছিলেন যে এই গোষ্ঠীটি একটি সরকারের মধ্যে আরেকটি সরকার গঠন করেছে। তাদের মতে, হেজবুল্লাহ'র কার্যকলাপ লেবাননের নিরাপত্তা এবং অর্থনীতিকে দুর্বল করে তুলতে পারে।

২০০৭ সালে কয়েক মাসের রাজনৈতিক সংঘাতের পর লেবানন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে হেজবুল্লাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিৎ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ এবং টেলিকমিউনিকেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিৎ। কিন্তু নাসরাল্লাহ এই সিদ্ধান্ত শুধু প্রত্যাখ্যান-ই করেন নি, বরং খুব অল্প সময়ের মাঝে তার বাহিনী সম্পূর্ণ বৈরুতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

নাসরাল্লাহ'র এই পদক্ষেপের ব্যাপারে তখন পশ্চিমা দেশগুলো ব্যাপক সমালোচনা করে। যদিও, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার পর তিনি লেবাননের মন্ত্রীসভায় হেজবুল্লাহর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, মন্ত্রীসভার কোনো সিদ্ধান্তে ভেটো দেয়ার বা না বলার অধিকার সুরক্ষিত করেছিলেন।

২০০৮ সালে, লেবাননের সংসদে হেজবুল্লাহর আসন কমে যাওয়া সত্ত্বেও, নাসরাল্লাহ ভেটো দেওয়ার অধিকার ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সেই বছরই লেবাননের সংসদে হেজবুল্লাহ'র অস্ত্র রাখার বিষয়টি পাশ হয়।

সেই থেকে হাসান নাসরুল্লাহ এমন একজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হন, যাকে লেবাননের রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের কেউই মাঠ থেকে সরাতে বা তার ক্ষমতা কেড়ে নিতে সফল হতে পারেনি।

তার বিরোধিতাকারী প্রধানমন্ত্রীদের পদত্যাগ থেকে শুরু করে সৌদি প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের নজিরবিহীন হস্তক্ষেপ, কিছুই নাসরাল্লাহকে পিছু হটাতে পায়ে নি। বরং, ইরানের সমর্থনে এত বছর ধরে আরব বসন্ত, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ এবং লেবাননে চলমান অর্থনৈতিক সংকটের মতো সমস্যাকে তিনি মোকাবিলা করছেন।

এখন তার বয়স ৬৩ বছর। তিনি এখন শুধুমাত্র লেবাননের অদ্বিতীয় রাজনৈতিক-সামরিক নেতাই নন, সেইসাথে তিনি অনেক দশকের সংগ্রামেরও সাক্ষী। তিনি এই অর্জনকে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করতে এবং শিয়া ইসলামবাদের মতাদর্শগত ভিত্তি প্রচারের জন্য ব্যবহার করেন।

চলবে...

প্রথম নজর

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে চালু হল এক টাকার পাঠশালা

কুতুব উদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শুরু হল ১ টাকার পাঠশালা।যেখানে প্রতিটি ছাত্র ছাত্রী কে মাসিক বেতন বাবদ ১ টাকা করে দিতে হবে।শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে। প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা খাতা,বই,পেনসিল ব্যাগ এমন কি স্কুলের পোশাকও দেওয়া হবে ১ টাকার পাঠশালার তরফ থেকে।বর্তমানে জ্যোতি ইটভাঁটা ধোসা এলাকায় ১ টাকার পাঠশালা ৫০ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে পথচলা শুরু করেছে শুক্রবার থেকে।ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন সকাল ৬ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত ১ টাকার পাঠশালায় পড়াশোনার কাজ চলবে। প্রতিদিনই দায়িত্বে থাকবেন ৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। উল্লেখ্য বর্তমানে যখন ডিজিটাল ভারত,ডিজিটাল বাংলায় পাকা স্কুলে এবং অনলাইনে পঠন পাঠনে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রত্যন্ত প্রান্তিক গ্রামের শিশুরা খেলায় মত্ত। তাদের পরিবারের আর্থিক অনটনের জন্য একবেলা পেটের খাবার জোগাড় করা দায়। সেখানে স্কুলে ভর্তি কিংবা পড়াশোনা ব্যাপারটা নিছক বাহুল্যতা। সেই কথা মাথায় রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য সদস্যরা । স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে জ্যোতি ইটভাঁটা ধোসা এলাকায় শুরু হয় স্বপ্নের ১ টাকার পাঠাশালা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এমন উদ্যোগ গ্রহণ করায় এলাকার মানুষজন প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ শিশু পাঠশালা এর অন্যতম সম্পাদক রাজেশ মন্ডল,জানিয়েছেন 'শিশুরা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।তারা যদি নিরক্ষর থাকে আমাদের তথা দেশের ক্ষতি। যারফলে অসহায়,দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যাতে করে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক রাজেশ মন্ডল,সহ সম্পাদক গোপাল মন্ডল,বিশিষ্ট সমাজসেবী শৈলেন কুমার নস্কর,সমাজসেবী রাজু মন্ডল, সুধাংশু নস্কর, পলাশ মন্ডল, দেবেন্দ্র অধিকারী প্রমুখ।

স্বামীজির জন্ম দিবস পালন ইংরেজবাজারে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: স্বামী বিবেকানন্দর ১৬২ তম জন্ম দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা ও মালদা রামকৃষ্ণ মিশন। শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ রামকৃষ্ণ মিশন রোড এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা।

স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরুপানন্দজী মহারাজ সহ অন্যান্য মহারাজ ও জন প্রতিনিধিরা।

এরপর মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শহরে একটি প্রভাত ফেরীর আয়োজন করা হয়। প্রভাত ফেরীতে পা মেলায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজী, রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী সহ বিভিন্ন সাজে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজীর ছবি ও বাণী লেখা প্লাকার্ড হাতে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় স্কুলের পড়ুয়ারা। সারা শহর পরিক্রমা করে প্রভাত ফের শেষ হয় রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে।

মজলিশ গার্লস মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত জামিয়া দারুল মোস্তফার নূরানী মজলিস অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার নালিতাজোল গার্লস মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত আলেম দেওবন্দের আল্লামা ড: ইশতিয়াক আহমেদ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফতি মাহমুদুর রহমান কাসেমী, মেমারী শাইখুল হাদিস মাওলানা হাজিবুদ্দিন খান, পীরজাদা সৈয়দ নাজিম উদ্দিন, জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের আব্দুল হাকিম, মাআজাদুর রহমান, জামিয়া দারুল মুস্তফার সম্পাদক মাওলানা সিবগাতুল্লাহ কাসেমী, ইমদাদুল হালদার, আরাফাত আলী মল্লিক, মাওলানা কুতুবউদ্দিন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সৈয়দ এহতেশাম মামুন। মঞ্চে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সামনে মাদ্রাসার ছাত্রীরা কেরাত নাত গজল ও তাৎক্ষণিক বক্তব্যে সকলকে মুগ্ধ করে। বক্তারা সকলেই নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সময়ের উপযোগিতা নিয়ে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন।

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলায় হৃদরোগে আক্রান্ত হন বিহারের এক বৃদ্ধা সুমিত্রা দেবী। প্রশাসনের তরফে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সাগরের অস্থায়ী হেলিপ্যাড থেকে হাওড়ার ডুমুরজলার নামানো হয়। এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ছবি: চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাতারাতি পুকুর ভরাট করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল ভূমি দফতর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ছিল পুকুর। হয়ে গেল সমান জমি। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল গ্রামের এমন রাতারাতি ঘটনায় হতবাক এলাকার মানুষ। পুকুর মালিকদের একাংশের অভিযোগ পেতেই অবশ্য নড়েচড়ে বসেছে ভূমি সংস্কার দফতর।

ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে দ্রুত ওই এলাকায় পুনরায় পুকুর খননের নির্দেশ দিয়েছে ভূমি সংস্কার দফতর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বাগরোল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি পুকুর রয়েছে। নথিপত্র অনুযায়ী ওই পুকুরের জমির পরিমাণ ৩ একর ২০ শতক। বড়সড় আকারের এই পুকুর শুধু এলাকার মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য ছিল তাই নয় এই পুকুরের জল ব্যবহার করা হত এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে সেচের কাজেও। বেশ কিছু বছর আগে পুকুরের বড় অংশ বিক্রি হয়ে যায়। সামান্য বাকি অংশ থেকে যায় আগের মালিকের হাতেই। সম্প্রতি স্থানীয়রা দেখেন বাইরে থেকে মাটি এনে রাতারাতি ভরাট করে পুকুরের জমি সমান করে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই পুকুরের সামান্য অংশের মালিক নিতাই চন্দ্র রায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভূমি সংস্কার দফতর সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরে অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ পুকুরের একটা বড় অংশ কিনে মুজিবর রহমান খান নামের এক ব্যাক্তি তা ভরাট করে দিয়েছেন। একউ অভিযোগে সরব হয় বাগরোল গ্রামের মানুষও। অভিযোগ পেতেই নড়েচড়ে বসে ভূমি সংস্কার দফতর। ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে দেখে অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নেন ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকরা। ভূমি সংস্কার দফতরের দাবী দ্রুত ওই এলাকায় পুকুর খননের জন্য অভিযুক্তকে নির্দেশ দেওয়া হবে। অভিযুক্ত পুকুর মালিকের দাবী তিনি পুকুর ভরাট করেননি। নথিপথে জায়গাটি পুকুর বলে উল্লেখ থাকলেও তিনি যখন এই জায়গাটি কেনেন সেখানে পুকুরের অস্তিত্ব ছিলনা। তাঁর পাল্টা অভিযোগ পুকুরের অপর মালিকের অন্যায় ভাবে দাবী করা টাকা না দেওয়াতেই এখন মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। এলাকার মানুষ চাইছেন দুই মালিকের মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ নয়, অবিলম্বে তাঁদের ব্যাবহার্য পুকুর ফের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

মহিষাদলে সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয় লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহিষাদল

আপনজন: বৃহস্পতিবার মহিষাদল ব্লকের টাঠারিবাড় দক্ষিণ কাশিমনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের প্রতিনিধি নির্বাচনে জয়লাভ করল তৃণমূল। ৩৬টি আসন পায় তৃণমূল। সমবায় বাঁচাও কমিটি বিজেপি বাম জোট সবমিলিয়ে ২৫ টি আসনে জয় লাভ করে। সমবায় সমিতির মোট সিট ৬১টি। ভোটার সংখা প্রায় ১,৬০০শো এর বেশি। ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ কাশিমনগর হাই স্কুল (উ:মা:)। জয় লাভের পর তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা মিষ্টি মুখ করে। মহিষাদলের বিধায়ক তিলক কুমার চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে মিছিলও করে। পাঁচ বছর অন্তর সমবায় সমিতিগুলির প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট। তৃণমূলের এই জয়ের প্রসঙ্গে সমবায় সমিতির প্রাক্তন সেক্রেটারি উত্তম কুমার দিন্ডা জানিয়েছেন,এই জয় তৃণমূলের জয়,এ জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়। তিনি আরও বলেন পঞ্চায়েত ভোটের আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু দ্বন্দ্ব থাকার ফলে আমাদেরকে এই গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ডটি কে থেকে হারাতে হয়। বর্তমানে বিজেপির দখলে গ্রাম পঞ্চায়েত, কিন্তু সমবায় সমিতির ভোটের আগে আমরা আমাদের বিধায়ক তিলক কুমার চক্রবর্তীকে ডেকে তার সুষ্ঠু সমাধান করে নেওয়ায় বিজেপি সমবায় সমিতির ভোটে আমাদের কাছে পরাস্ত হল। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতৃত্ব শেখ রহমান (হাবু) জানান, বিজেপির কর্মীরা আশে পাশের দোকানে আবিরের বস্তা ও চকলেট বোম রেখেছিল ।কিন্তু ভোটের রেজাল্ট খারাপ হওয়ায় আবির উড়ানো আর হল না। জয়ের খবর পেয়ে অন্যান্যদের মধ্যে মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিউলি দাস , জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার পন্ডা ,স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তরুণ কান্তি মন্ডল ঘটনাস্থলে যান।

নিউজ কলকাতা-র সাহিত্য উৎসব পালন

কাজী হাফিজুল ● বোলপুর

আপনজন: সম্প্রতি বোলপুরে যুব আবাস সংলগ্ন বেসরকারি হলে নিউজ কলকাতা পরিবারে শান্তিনিকেতন সাহিত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আকাশবাণীর সঞ্চালিকা ও কবি ও বাচিক শিল্পী চন্দনা দে সিনহা, কলকাতা জমজমাটের কর্ণধার দেবাশীষ মুখার্জি, সমাজসেবী এম. আগরওয়াল, সাহিত্য প্রেমী পবিত্র দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এদিন শিল্পী রিনা বিশ্বাস' র রবীন্দ্র সংগীত মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে সূচনা হয়। অতিথি চন্দনা দে বলেন, আমি এত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি এই পরিবারের মত আন্তরিকতা আর কোনো সংস্কৃতিক সংগঠনে দেখিনি, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে।আশা করি আরো এগিয়ে যাবে আজীবন এদের সাথে থাকবো অঙ্গীকার করলাম। কৌশিক মন্ডল বলেন, এখানে এত সংগঠন আছে নিউজ কলকাতা পরিবার মতো সংগঠন খুবই কম আছে,সংবর্ধিত হয়ে খুব ভালো লাগছে।পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।পরিবার' র সভাপতি সামমাদ বেগম বলেন, যাবতীয় কৃতিত্ব আপনাদের। আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। শুধু সাহিত্য চর্চা নয়,শিক্ষা মূলক ভ্রমণ, সমাজসেবা মূলক কাজ, ম্যাগাজিন প্রকাশ আরও নানাবিধ কাজ করে থাকি। আশাকরি আপনারা এভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা,কবিতা পাঠ, আবৃতি, শ্রুতি নাটক, নাচ ,গান পরিবেশন করা হয়। বিশেষ করে সাওতালি আদিবাসী নৃত্য যা সবাইকে মুগ্ধ করে,এমনকি হল চত্বর আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দিন কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত জায়গা ভ্রমণ,শেষে সোনাঝুরি হাট ঘুরে দেখার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: চিকিৎসা করাতে গিয়ে বালি বোঝাই লরির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃত বৃদ্ধার নাম আছিয়া বিবি বয়স ৬৩ বছর। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার ভবানীপুর মাঠ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মৃত ওই বৃদ্ধার বাড়ি হরিহরপাড়া থানার শ্রীপুর নামোপাড়া এলাকায়। জানা যায় বাড়ি থেকে মোটর বাইকে করে নাতির সঙ্গে ওই বৃদ্ধা নওদার আমতলা হাসপাতালে যাচ্ছিল চিকিৎসার জন্য সেই সময় ভবানীপুর মাঠ এলাকায় বালি বোঝাই লরি চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বৃদ্ধার। এই ঘটনায় পরিবারসহ এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় বালি বোঝাই লরির চালক ও খালাসী পলাতক। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

ধারালো অস্ত্রের কোপে স্বামীর হাতে খুন স্ত্রী, তীব্র চাঞ্চল্য গ্রামজুড়ে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় স্বামীর ধারালো অস্ত্রের কপে খুন হল স্ত্রী,ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য গোটা গ্রামজুড়ে। ঘটনাস্থলে রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। শান্তিপুর ব্লকের গয়েশপুর পঞ্চায়েতের ধারা পাড়া গ্রামের। জানা যায় মৃত গৃহবধুর নাম বন্দনা মুদি, স্বামী মুক্তি মুদি। জানা যায় শুক্রবার সকালে ওই গ্রামের একটি চাষের জমির পাশেই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় মহিলার মৃতদেহ দেখতে পায় কৃষকেরা,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, এছাড়াও উপস্থিত হন রানাঘাট পুলিশ জেলার এসডিপিও প্রবীর মন্ডল। অভিযুক্ত মুক্তি মুদির ভাই বিদুমদির দাবী, তার দাদা ও বৌদির সাথে সাংসারিক কারণে কোন সম্পর্ক নেই তাদের, কিন্তু একই বাড়িতে তারা বসবাস করেন। বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েছিলেন তারা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে দাদার ঘরে দরজা দেওয়া, ভেতরে ঢুকে দেখে দাদা বৌদি কেউ নেই। এরপরেই তাদের কাছে খবর আসে, রক্তাক্ত অবস্থায় বৌদি বন্দনা মুদির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে একটি চাষের জমি থেকে। বন্দনা মুদির দাদা চাদু ধরার অভিযোগ। অভিযুক্ত মুক্তি মুদি কাজকর্ম না করে অহেতুক তার স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করতো। এই অশান্তি মাঝেমধ্যেই তীব্র হওয়ায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিত বন্দনা মুদী। এর আগেও তার স্বামী একাধিকবার প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে তাকে। এই খুনের পেছনে তার স্বামীর হাত রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। যদিও বাড়ি ছেড়ে পলাতক অভিযুক্ত স্বামী মুক্তি মুদিদ। পরিবারের দাবি, যেভাবে নিকসংশ ভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে অভিযুক্তর যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে থমথমে গোটা গ্রাম, এছাড়াও রীতিমতো আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে গ্রাম জুড়ে। যদিও পুরো ঘটনার তদন্তে রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চ পুলিশ আধিকারিকরা।

মেদিনীপুরে স্বামীজির জন্মদিনে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: গোটা দেশের মেদিনীপুর জেলা জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মদিবস ও বিবেক চেতনা উৎসব। জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলির উদ্যোগে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। মেদিনীপুর, খড়্গপুর, ডেবরা, দাসপুর, কেশপুর, গরবেতা, সবং , পিংলা, ঘাটাল, পাঁশকুড়া সহ বিভিন্ন ব্লকে দিনটিকে পালন করেন জেলাবাসী। এদিন সকালে গড়বেতা, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, পাঁশকুড়া, হরেকৃষ্ণপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় ।

দাসপুর ১ ব্লকের নাড়াজোল যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রভাত ফেরী, আলোচনা সভা ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনটিকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনে সারাদিন ব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মা সারদার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অতিথি, শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষার্থীরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হরগৌরি আশ্রমের দয়ানন্দ মহারাজ । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক উত্তম চক্রবর্তী, বি কে বন্দনা, বি কে ড.লক্ষীকান্ত, শিক্ষক সন্ন্যাসী কাউরী, দীপঙ্কর মাইতি, মদনমোহন মন্ডল, চন্দ্রশেখর খাঁ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্ণধার মধুমিতা মাইতি সহ বিশিষ্ট জনেরা। দিনটিকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিনাব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সেহারাবাজার রহমানিয়া ট্রাস্টের পরিচালনায় শুরু চেতনা উৎসব

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর পরিচালনায় তিন দিনের চেতনা উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় এস এইচ জি অফিসার শামস তবরেজ আনসারি। পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের সেহারা বাজার সন্নিকট মদীনাবাগের মিশন ক্যাম্পাসের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ,বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম,জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম,ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুবউদ্দিন ,সভাপতি বদরুল আলম ,সহ সম্পাদক হাজী আশরফ ,রহমানিয়া আল আমিন মিশনের প্রধান শিক্ষক মহাম্মদ সেলিম , তোরকোনা জগবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিরা ।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই ট্রাস্টির ১৫ টি বিভাগের পতাকা উত্তোলন করা হয়। চেতনা উৎসব চলবে তিন দিন ধরে অর্থাৎ ১২,১৩ ও ১৪ জানুয়ারি।চেতনা উৎসবের মূল লক্ষ্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মানবিক ও সামাজিক চেতনা ফেরানো। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও উপস্থিত হবেন বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সমাজসেবী ব্যাক্তি বর্গগণ।অনুষ্ঠানে থাকছে মাধ্যমিক,উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার কৃতি ছাত্র ছাত্রী দের সম্বর্ধনা,মিশনের ছাত্রদের কুইজ এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ আলোচনা।গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের নিয়ে সম্প্রীতি সভা। ট্রাস্টের সদস্যদের বিচিত্রানুষ্ঠান, সাহিত্য মজলিস, দরিদ্র মানুষদের শীতবস্ত্র প্রদান,সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে কারী সাজিবুল হকের কেরাত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ আলেম মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমীর দুয়াতে মানুষের মন ভরে যায় ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গঙ্গাসাগরে সাংবাদিকদের নানা কর্মসূচি

ওয়াসিফা লস্কর ● সাগর

আপনজন: এবছরও ২৪ ঘন্টার ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প সহ, কম্বল বিতরণ এবং নর নারায়ন সেবার পাশাপাশি ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম দিন পালন অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে পুলি পিঠে উৎসবের মধ্য দিয়ে মিডিয়া এন্ড জার্নালিস্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (ইন্ডিয়া) উদ্যোগে পালিত হল গঙ্গাসাগর মেলা। তাছাড়াও নতুন কর্মসূচি ছিল পিছিয়ে পড়া বহুরূপী সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। উপস্থিত ছিলেন সুন্দর বন উন্নয়ন মন্ত্রী য় বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান ও কপিল আশ্রমের মহারাজ সঞ্জয় দাস ও অন্যান্য ।

বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তের স্মরণে সভা রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: অগ্নিযুগের বিপ্লবী, গ্রাম গড়ার কারিগর পান্নালাল দাশগুপ্ত'র ২৫ তম স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রাজনগর ব্লকের আবাদনগর গ্রামে অবস্থিত "টেগোর সোসাইটি ফর্ রুরাল ডেভেলপমেন্ট"- রাজনগর-খয়রাসোল প্রকল্পের কার্যালয়ে। সেই সাথে পান্না বাবুর সহযোগী তথা গ্রাম উন্নয়নের ছায়া সঙ্গী হিসেবে পরিচিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানি ভাষার অধ্যাপক সাইজি মাকিনোর ও ১৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন পান্নাবাবুর সাহচর্যে আসা আনন্দময় সেন, আহাসান কামাল, শিক্ষিকা মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত দত্ত, প্রকাশ সিংহ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পান্নাবাবুর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা পর্ব চলে দীর্ঘক্ষণ।উপস্থিত অতিথিগন তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে বলেন পান্না বাবু চেয়েছিলেন গঠনমূলক বিপ্লব। তিনি আমৃত্যু চিন্তায়, কর্মে বিশ্বস্ত থেকেছেন।এছাড়াও তিনি বিপ্লবের নায়ক,গ্রামগড়ার কারিগর, অসাধারণ এক স্রষ্টা বলে অভিহিত করেন।

ব্রাজিলের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার আহ্বান দরিভালের

আপনজন ডেস্ক: 'এটা দরিভালের দল না। এটা ব্রাজিলিয়ানদের দল'—কথাটা কার, তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করা যায়! রিও ডি জেনিরোয় ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সদর দপ্তরে গতকাল দরিভাল জুনিয়রকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কথাটা বলেছেন সদ্যই নিয়োগ পাওয়া এই ব্রাজিল কোচ।

নেইমারকে ছাড়াই খেলার অভ্যাস করতে হবে ব্রাজিলকে, যেহেতু সে এখন চোটে আছে। তবে এটা ঠিক, বিশ্বের অন্যতম সেরা তিন খেলোয়াড়ের একজন আমাদের। তার কাছ থেকে সেরাটাও নিতে হবে।

নেইমারকে নিয়েও কথা বলেছেন দরিভাল। তাঁর বিষয়ে উঠে এসেছে ২০১০ সালের একটি ঘটনা। দরিভাল তখন সান্তোসের কোচ আর নেইমার তখন ক্লাবটির উঠতি তারকা। একটি ম্যাচে তাঁকে পেনাল্টি নিতে না দিয়ে অন্য একজনকে দিয়ে পেনাল্টি নেওয়ান দরিভাল। তাতে নেইমারের সঙ্গে সম্পর্কটা আর ভালো থাকেনি। পরিণামে কোচের চাকরি হারিয়েছিলেন দরিভাল।

১৪ বছর পর সেই নেইমার এখন ব্রাজিল দলে প্রতিষ্ঠিত তারকা। যদিও চোটের কারণে এখন মাঠের বাইরে। এ বছর জুনে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকায়ও খেলা হবে না নেইমারের। তবে সংবাদমাধ্যমের সামনে নেইমারের প্রশংসা করেছেন দরিভাল।

পাশাপাশি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'যত দিন পর্যন্ত মনোযোগী থাকবে' তত দিন নেইমারকে তিনি দলে চান।

ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো' জানিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত দরিভালের সঙ্গে চুক্তি করেছে সিবিএফ। তাঁর সঙ্গে বসে চুক্তিপত্র সই করেছেন সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ। দরিভালের প্রথম কাজ হবে নিজের কোচিং স্টাফ গঠন করা।

আর ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ হিসেবে তাঁকে ডাগ আউটে প্রথম দেখা যাবে মার্চে। তখন ইংল্যান্ড ও স্পেনের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।

তবে জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকাই আপাতত দরিভালের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টানা তিন ম্যাচ হেরে টেবিলের ছয়ে নেমে গেছে ব্রাজিল। সেখান থেকে দলকে টেনে তোলার গুরুদায়িত্বও আছে দরিভালের সামনে।

রোহিতের ফেরাটা সুখকর না হলেও সহজ জয় পেল ভারত

আপনজন ডেস্ক: এক বছর পর টি-টোয়েন্টি দলে ফেরাটা সুখকর হয়নি রোহিত শর্মার জন্য। আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে মোহালিতে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৫৮ রান তাড়া করতে নেমে ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই কোনো রান না করে রানআউট হয়ে ফিরেছেন ভারতের অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এ নিয়ে ষষ্ঠবার রানআউট হলেন তিনি। শুবমান গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রোহিতের আউট হয়ে ফেরাতে অবশ্য তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি ভারত দলের। আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিটা তারা ১৫ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে।

রোহিতের পর গিলও খুব বেশিক্ষণ টেকেননি। দলের ২৮ রানে তিনি আউট হয়ে ফেরেন ১২ বলে ৫ চারে ২৩ রান করে। কিন্তু ভারতের কি আর ব্যাটসম্যানের অভাব আছে? রোহিত-গিল চলে যাওয়ার পর আশার আলো দেখা আফগান বোলারদের এলোমেলো করে দেন তিলক বর্মা, শিবম দুবে, জিতেশ শর্মা ও রিংকু সিং।

২২ বলে ২ চার ও ১ ছয়ে ২৬ রান করে তিলক আর ২০ বলে ৫ চারে ৩১ রান করে জিতেশ আউট হয়ে গেলেও ভারতের পক্ষে বাকি কাজটা শেষ করেন দুবে ও রিংকু। দুবে ৪০ বলে ৫ চার ও ২ ছয়ে ৬০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। রিংকু দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ৯ বলে ২ চারে অপরাজিত ১৬ রান করে।

এর আগে দুই ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান ভালো শুরু এনে দিয়েছিলেন আফগানিস্তানকে। দুজনে মিলে ৭.৫ ওভারে উদ্বোধনী জুটিতে তোলেন ৫০ রান। কিন্তু ৩ বলের মধ্যে দুজনই ফিরে যান। এরপর আজমতউল্লাহ ওমরজাই ২২ বলে ২৯ রান করলেও ৩০ বছর বয়সে আফগানিস্তানের পক্ষে টি-টোয়েন্টি অভিষেকটা স্মরণীয় করে রাখতে পারেননি রহমত শাহ। মাত্র ৩ রান করে আউট হয়েছেন তিনি।

এরপর ২৭ বলে ২ চার ও ৩ ছয়ে মোহাম্মদ নবীর ৪২ এবং ১১ বলে নজিবউল্লাহ জাদরানের অপরাজিত ১৯ রানে ৫ উইকেটে ১৫৮ রান তুলতে পারে আফগানিস্তান। ভারতের পক্ষে ২টি করে উইকেট নেন মুকেশ কুমার ও অক্ষর প্যাটেল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

আফগানিস্তান: ২০ ওভারে ১৫৮/৫ (নবি ৪২, ওমরজাই ২৯; অক্ষর ২/২৩, মুকেশ ২/৩৩)

ভারত: ১৭.৩ ওভারে ১৫৯/৪ (দুবে ৬০*, জিতেশ ৩১; মুজিব ২/২১, ওমরজাই ১/৩৩)

ফল: ভারত ৬ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা: শিবম দুবে (ভারত)।

সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-০তে এগিয়ে ভারত।

টি-টোয়েন্টি তরুণদের ক্রিকেটার হিসেবে বেড়ে উঠতে দিচ্ছে না: ক্লাইভ লয়েড

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত ক্লাইভ লয়েড। ক্যারিবীয় কিংবদন্তি মনে করেন, টি-টোয়েন্টি তরুণদের ক্রিকেটার হিসেবে বেড়ে উঠতে দিচ্ছে না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দুবার বিশ্বকাপ জেতানো সাবেক এই অধিনায়ক। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'টেলিগ্রাফ' এ নিয়ে লয়েডের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে, 'আমি আগেও বলেছি এবং আবারও বলছি, টি-টোয়েন্টি হলো প্রদর্শনী আর টেস্ট ক্রিকেট হলো পরীক্ষা। আমাদের তরুণদের অভ্যাস হলো বল মেরে মাঠের বাইরে পাঠানো, যেন কোথাও চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। এটা আমার অপছন্দ।'

অধিনায়ক হিসেবে তিনটি বিশ্বকাপের (১৯৭৫, ১৯৭৯ ও ১৯৮৩) ফাইনাল খেলা লয়েড তরুণ ক্রিকেটারদের বড় করে তোলার সংস্কৃতি নিয়েও কথা বলেছেন, 'আমি সেই সময়ে ফিরে যেতে চাই, কোথাও সফরে গিয়ে যখন তরুণদের বেড়ে ওঠার পথটাও করে দেওয়া হতো। এখন সেটি সম্ভব নয়। ইংল্যান্ড সফরে গেলে দুই ধরনের খেলা হয়—টেস্ট ও ওয়ানডে এবং তারপর সফর শেষ...তারা (তরুণ) দেশটা সম্বন্ধে কিছু শেখে না। আর এ কারণে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড কিংবা ভারতে ক্রিকেট কীভাবে খেলতে হয়, সে বিষয়ে তারা কিছুই শেখার সুযোগ পায় না।' অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পেয়েছেন লয়েড। ৭৯ বছর বয়সী লয়েডের অধিনায়কত্বেই ক্রিকেট-বিশ্বে আশির দশকে দাপট দেখিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টেস্ট ও ওয়ানডেতে অজেয় দল হয়ে উঠেছিল লয়েডের দল। সাবেক এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান মনে করেন, বিশ্বব্যাপী ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগের দাপট শুরু হলেও টেস্ট ক্রিকেটকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই, 'এটা (টি-টোয়েন্টি লিগ) রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমি চাই না এটার জন্য টেস্ট ক্রিকেট জায়গা হারাক। এটা সত্য যে এসব কারণে (ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ) ক্রিকেটারদের জীবন আরেকটু সচ্ছল হয়েছে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট এখনো গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, আমরা আরও বেশি এই সংস্করণ দেখতে পাব।'

লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যবস্থা নিয়ে আইসিসির সমালোচনাও করেছেন লয়েড। তাঁর মতে, লভ্যাংশের সিংহভাগ ক্রিকেটের 'বিগ থ্রি' (ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড) নয়; সব বোর্ডের সমান অর্থ পাওয়া উচিত, 'আমি মনে করি, সবার সবকিছুর সমান ভাগ পাওয়া উচিত। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তাকান—ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কি লিভারপুলের চেয়ে বেশি পায়? আর্সেনাল কি চেলসির চেয়ে বেশি পায়? না, তারা সমান ভাগ পায়।'

ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদাহরণও টেনেছেন লয়েড, 'ভুলে যাবেন না, ওয়েস্ট ইন্ডিজে আমরা কিন্তু ১৪টি দ্বীপ, যেখানে অন্য দেশগুলো একটা দেশই। আমাদের ওখানে কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে প্রচুর খরচ হয়। কারণ নানা জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়।' এরপর লয়েড যুক্তি দেন, 'তাই আমার মনে হয়, সবার সমান ভাগ পাওয়া উচিত। হ্যাঁ, নেতৃত্বে থাকলে হয়তো কিছু বেশি পেতে পারে...তাই বলে তিনটি দেশ মিলে বাকিদের অগ্রাহ্য করবে, সেটা অনুচিত।'

৩ জানুয়ারি শুরু হওয়া কেপটাউন টেস্টের উইকেট নিয়েও কথা বলেছেন লয়েড। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারতের মধ্যে মাত্র ৬৪২ বলে শেষ হওয়া টেস্টটি ছিল ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম। আলোচিত এ পিচকে 'অসন্তোষজনক' বলেছে আইসিসি। একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লয়েড ভিন্ন যুক্তি দিলেন, 'আমার মনে হয় না পিচে কোনো সমস্যা ছিল। কেউ (এইডেন মার্করাম) ওখানে শতক পেয়েছে, তাই আমার মনে হয়, নিজের খেলাটা কীভাবে খেলছেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।'

লয়েড ভারতে গিয়েছেন, আর সেখানে বিরাট কোহলির ব্যাপারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হবে না, তা হয় না। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যানকে নিয়ে কথা বলতে হয়েছে লয়েডকে। কোহলির প্রশংসাই করেছেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি, 'সে এখনো তরুণ। আমি নিশ্চিত যেভাবে খেলছে, সে চাইলে যেকোনো কিছুই অর্জন করতে পারে।'

কোহলির অর্জনের প্রসঙ্গটা উঠেছে একটি প্রশ্নের উত্তরে। লয়েডের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কোহলি শচীন টেন্ডুলকারের ১০০ আন্তর্জাতিক শতকের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন কি না। ৩৫ বছর বয়সী কোহলির আন্তর্জাতিক শতকসংখ্যা ৮০টি। লয়েড মনে করেন, কোহলি টেন্ডুলকারকে শতকসংখ্যায় টপকে যেতে পারলে, 'সেই অর্জন হবে আনন্দিত হওয়ার মতোই ব্যাপার।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে ভারতের রোহিত-কোহলিকে প্রয়োজন: ডি ভিলিয়ার্স

আপনজন ডেস্ক: ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে সেরা দলেরই খেলা উচিত এবং তাতে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অন্তর্ভুক্তি মোটেও বিস্ময়কর নয় বলে মন্তব্য করেছেন এবি ডি ভিলিয়ার্স। তাঁদের ফিরিয়ে ভারত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেও মনে করেন তিনি। ভারতের তিন সংস্করণেরই অধিনায়ক রোহিত ও সাবেক অধিনায়ক কোহলি টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন এক বছরেরও বেশি সময় পর। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজের দলে আছেন তাঁরা, যেটি শুরু হয়েছে গতকাল। ২০২২ সালের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পর এই প্রথম ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন তাঁরা। কোহলি ব্যক্তিগত কারণে প্রথম ম্যাচ খেলেননি, রোহিত ইনিংসের দ্বিতীয় বলে কোনো রান না করে হয়েছেন রানআউট। তবে এ দুজনের দলে ফেরাটা স্বাভাবিকভাবেই আলোচনার জন্ম দিয়েছে। টি-

টোয়েন্টিতে তাঁদের খেলার ধরন, ভূমিকা—সব মিলিয়ে দুজনের বা যেকোনো একজনেরও এ সংস্করণে ভারত দলে থাকার দরকার কি না, আছে এমন আলোচনাও। জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে এটিই ভারতের একমাত্র টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ফলে সেখানে রোহিত ও কোহলিকে নিয়ে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট পরিষ্কার বার্তাই দিয়েছে—দুজনই তাদের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় আছেন। সেটি নিয়ে আলোচনা থাকলেও সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক ডি ভিলিয়ার্স মনে করেন, এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত।

দক্ষিণ আফ্রিকার লিগ এসএটোয়েন্টিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, 'আমি বিরাট ও রোহিতের জন্য অনেক খুশি। তাদের দলে আসাতে বিস্মিত হইনি। কারণ, বিশ্বকাপ জিততে আপনি সেরা দলটিই চাইবেন।' তবে কেন সমালোচনা, ডি ভিলিয়ার্স সেটিও বুঝতে পারেন বলে জানিয়েছেন, 'আমি বুঝতে পারি সমালোচনার ব্যাপারটি, কারণ, কয়েকজন তরুণ এতে করে জায়গা হারাবে।' এদিকে নিজের ইউটিউব চ্যানেলেও প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন ডি ভিলিয়ার্স। কোহলির দলে ফেরা প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্য, 'আমার মনে হয় ভারতের সঠিক সিদ্ধান্ত। বিশ্বকাপ জিততে গেলে সেরা খেলোয়াড়দেরই লাগবে। যদি কোহলি যথেষ্ট ঠিক থাকে, তাহলে তার খেলতে হবে।

ম্যারাথন দৌড় সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুব উৎসব পালিত রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে যুব উৎসব পালিত হল রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুরে । রাজনগর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারেও ১২ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিনটিকে যুব উৎসব হিসাবে পালন করা হলো । এই উপলক্ষে রাজনগর ব্লকের লাউজোড় গ্রাম থেকে চন্দ্রপুর পর্যন্ত একটি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপরই চন্দ্রপুর বাজার এলাকা জুড়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় এবং চন্দ্রপুর কমিউনিটি হলে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সেইসাথে সদ্য প্রয়াত তাঁতিপাড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিদ্যুৎ ব্যানার্জির প্রতিও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন। নাচ, গান, কবিতা আবৃতি, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ভলিবল প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি সাড়ম্বরে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারাকে সম্বল করে আমরা যাতে এগিয়ে চলতে পারি, সেই শপথ আমরা করছি। পাশাপাশি তিনি বলেন তৃণমূল কর্মীরা সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। যুব উৎসবে শিশুদের অংশ নিতে দেখে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন এই মোবাইল কম্পিউটারের যুগেও এদেরকে একত্রিত করে এখানে এনে উৎসাহিত করতে পেরেছেন উদ্যোক্তারা, এটাই অনেক বড় কথা। রাজনগর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার সাধু জানান স্বাড়ম্বরে এই যুব উৎসব এবারে পালন করা হলেও সহকর্মী বিদ্যুৎ ব্যানার্জিকে হারানোয় কোথাও যেন একটু শূন্যতা থেকে গেছে।

সহায় অ্যাপ-এর বর্ষপূর্তিতে সহায় কাপ বাঘমুন্ডিতে

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়া জেলাবাসীর সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ২০২৩ তথা এক বছর আগে সহায় অ্যাপ এর উদ্বোধন করেছিলো পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। আর এই উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুরু হয়েছে সহায় কাপ। জেলার ২৩ টি থানা এলাকায় চলছে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। বৃহস্পতিবার বাঘমুন্ডি থানার ছাতাটাঁড় ফুটবল ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে একদিবসীয় এই কাপের সূচনা হয়। সূচনা করেন বাঘমুন্ডি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আর্য তা। উপস্থিত ছিলেন বাঘমুন্ডি থানার ইনচার্জ রজত চৌধুরী, বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মল্লিকা চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি মানস মেহেতা, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী নিকুঞ্জ মাঝি, বাঘমুন্ডি হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রশিদ খান, বিশিষ্ট সমাজসেবী শিকারি মাঝি সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

যুব দিবসে বিবেকানন্দ ক্রীড়া চক্রের উদ্যোগে ম্যারাথন দৌড়

এম মেহেদী সানি ● মছলন্দপুর

আপনজন: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি দেশ জুড়ে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয় । এই দিনটিতে মহামনিষীর ভাবনাকে অনুসরণ করে উত্তর ২৪ পরগণার মসলন্দপুর বিবেকানন্দ ক্রীড়া চক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ম্যারাথন দৌড় এবং হাঁটা প্রতিযোগিতা। শুক্রবার সকালে বিবেকানন্দ ক্রীড়া চক্রের নবম বর্ষের ওই অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকার মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

এ দিনের প্রতিযোগিতায় জেলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিন বহু প্রতিযোগী প্রতিযোগীনী অংশগ্রহণ করে। বিবেকানন্দ ক্রীড়া চক্রের সভাপতি চিন্ময় মজুমদার ও সম্পাদক অমিত চক্রবর্তীরা জানান ম্যারাথন দৌড়ে সর্বসাধারণ বিভাগে প্রায় ২০০ প্রতিযোগি প্রতিযোগিনীর মধ্যে মহিলা এবং পুরুষ দুটি বিভাগে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারী সহ প্রথম ২০ জনকে শংসাপত্র, মোমেন্টো, নগদ পুরস্কার, পুষ্পস্তবক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। চল্লিশ উর্ধ্বেদের নিয়ে হাটা প্রতিযোগিতায় প্রথম পাঁচজনকে পুরস্কৃত করা হয়।

সব মিলে পুরস্কার মূল্য ছিল ৭০ হাজার টাকা। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত কুমার সাহা, প্রাক্তন প্রধান তাপস কুমার ঘোষ, প্রধান কল্পনা বসু, ওসি বিপ্লব সরকার প্রমুখ।

এমএলএ গোল্ডকাপের ফাইনাল

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: শুক্রবার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতা স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এমএলএ গোল্ডকাপের ফাইনাল খেলা।

উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র এম এল এ ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে এই ৮ দলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি,আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল, ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম সরকার,ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার শ্যাম থাপা, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, বিডিও আদ্রিতা সমাদ্দার, আমতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ, আমতা ও রাজাপুর থানার ওসি অজয় সিং, কৌশিক পাঁজা প্রমুখ। ফাইনাল খেলায় আমতা স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলের ব্যবধানে খালনা পারিজাত কে পরাজিত করে।বিজয়ী দলকে ৫০হাজার টাকা এবং পরাজিত দলকে ৪০ হাজার টাকা প্রাইজ মানি হিসাবে দেওয়া হয়।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: চন্ডীতলা ব্লক ওয়ানের অন্তর্গত এস এম মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ২০২৩ ২০১৪ বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল এস এম মেমোরিয়ালের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নিজস্ব মাঠে। সকাল এগারোটা নাগাদ শুরু হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বেশ কয়েকটি ইভেন্টের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র ছাত্রীদের মেডেল পরিয়ে সম্মান প্রদান করা হয়। এই দিন বিশিষ্ট গুণীজনের এছাড়াও সাংবাদিদের ব্যাচ পুষ্পস্তক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। প্রসঙ্গত মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এসএম মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে অপরদিকে উক্ত স্কুলের বিভিন্ন পরিসেবায় ছাত্র-ছাত্রীরা তৎসহ অভিভাবকরা ভুয়াসি প্রশংসা করেন। উপস্থিত ছিলেন এসএম মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ডাইরেক্টর ও প্রিন্সিপাল এছাড়াও সমস্ত শিক্ষিকা ছাড়াও যারা অতপ্রত ভাবে জড়িত স্কুলের সাথে সকলেই উপস্থিত ছিলেন।কথা বলেছিলাম ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তারা প্রত্যেকেই ইংরেজিতে সমস্ত প্রশ্ন উত্তর ভালোভাবে দিয়েছে। এস এম মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ডাইরেক্টর জানালেন বিগত কয়েক বছরে তাদের স্কুলে ছাত্রীর সংখা যেমন বেড়েছে বিভিন্ন পরিষেবা তারা দিতে বদ্ধপরিকর। আরও জানালেন আগামীতে এসএমএল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করতে এ ধরনের ক্রীড়া উৎসব আরও আকর্ষণীয় করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**